

কমল কামিনী ।

অদ্বিতীয় ঘটক পুস্তক কাব্য ।

শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক

লিখিত ।

শ্রীযুত গৌড়ীচরণ পালের

আদেশানুসারে ।

কলিকাতা ।

প্রদীপ্তি ১৯০৭ সালে এংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন

দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৯০৭ সাল ।

ত্ৰিনিমেষৰ যোৰ কৰ্মৰ প্ৰকাশিত ও মুদ্ৰাঙ্কিত

যুগীপত্র

চমিকা	১
রাজপুত্র ও যোগীর বিবরণ	৩
রাজপুত্রের সহিত যোগীর কথোপকথন	১১
যোগী কর্তৃক কামিনীর রূপ বর্ণন	১৩
যোগীর নিকটে হইতে কুমুদেব বিদায়	১৪
কুমুদের কাঙ্ক্ষিপ নগরে উপনীত ও সহচরীগণ কর্তৃক বারো দান বর্ণন	১৫
কুমুদমোহনের বিমলা ভাঙিনীর সহিত সাক্ষাৎ	১৮
বিমলার নিকটে কুমুদের কামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা	২৩
কুমুদের বিমলার সহিত কথোপকথন ও আক্ষেপ	২৪
কামিনীর নিকটে বিমলার গমন ও কুমুদের পরিচয়	২৬
কামিনীর কোর্টালগণের প্রতি আদেশ	২৮
কুমুদের রমণীর রূপ বারণ ও কামিনীর নশিত মিলন	২৯
কুমুদ কামিনীর বিবাহ	৩০
কামিনীর রহস্য	৩৩
কুমুদ কামিনীর রহস্য	৩২
কামিনীর কুমুদের সহিত রহস্য	৩৭
কুমুদ কামিনীর বিহার আরম্ভ	৩৮
কামিনীর আক্ষেপ	৪৭
অনঙ্গ মঞ্জুরীর রাণীর নিকটে গমন	৪২
কামিনীর প্রতি মহিষীর ভৎসনা	৪৬
রাজার কোর্টালগণের প্রতি আদেশ	৪৭
কামিনীর আক্ষেপ	৪৮
কামিনীর বিলাপ ও কুমুদের চোর ধরা আক্ষেপ উক্তি	৫১
চোরের রাজসভায় কথোপকথন	৫২

বিমলারে রাজসভার আনিতে রাজার আদেশ ও

কোটালগণের গমন	৪৪
বিমলারে জৈয়্য কোটালগণের রাজসভায় উপনীত	৫৬
কুমদের রাজার নিকটে আবেদন	৬৮
কুমদপুত্রের বোম্বির নিকটে গমন	৭০
কুমদীর নিকটে কুমদের কথোপকথন	৮১
কুমদের নিকটে যোগদান রাজসভায় উপনীত	৯০
কুমদ কামিনীর কন্যা কর্তৃক বিবাহ	৯১
কুমদ কামিনীর ত্যাগ	৯২
কুমদমোহনের রাজার নিকটে আবেদন হাইবার প্রার্থনা	৯২
কামিনী কর্তৃক কুমদমোহনের বিবাহ	৯৩
কুমদ কামিনীর কন্যাবনে উপনীত ও কনিষ্ঠ কামিনীর বিবাহ	৯৪
কুমদের রাজসভায়	৯৫
কুমদের কথোপকথন ও মণির কিশোরীর নিকটে কুমদের	৯৬
বিবাহ	৯৮
কুমদের কিশোরীর সহিত মণির ও কিশোরীর আবেদন	৯৯
কুমদের নিকটে কিশোরীর হৃদয়ে বীজী প্রেরণ	১০০
কুমদের নিগিতে কিশোরীর মনে গমন	১০১
কুমদ কিশোরীর বহান্ন ও বিবাহ	১০২
কুমদ কিশোরীর মনে	১০৩
কুমদের জন্মভূমি	১০৪
মণির কামিনীকে কিশোরীর পরিচয়	১০৫
কামিনীর কিশোরীর সহিত বিবাহ ও তারি আরোহণ	১০৬
কামিনীর কিশোরীর সহিত বহান্ন	১০৭
কুমদমোহনের আবেদন ও তারি আরোহণ	১০৮
কুমদমোহনের সুরাট নগরে উপনীত	১০৯

ভূমিকা ।

অসত্য নগরে বাস, তাবাটীম সুপ্রকাশ,
জাতিতে কার্যস্থ ক্রিতিপতি ।
মহাশয় মহাশয়, মর্য্য লোকে মন্য কয়,
প্রকাশে সমান লক্ষ্যপতি ॥
হৃদে রাজ্য অভিকার, বর্জিতারে সার্য কায়,
কুলে মানে মর্য্যংগে সুন্দর ।
শিল্পের মিস্ত্রি মজর, ইন্দ্রপুরি জন্ম হর,
চাটী খোঁজ কাটা চারি কড় ।
হাথে বেষ্টিত কামান, রক্তাক্ত গুলি মনান,
গাফিলে মারে লাঞ্ছিতারে ।
মোহন পায়ান কত, ভ্রমিতেছে আনন্দ,
বিশাখী দ্বিষ্টে দ্বাড়ে দায়ন ॥
হেতর চারি দার, নৃপকিন্তি ভয়ংকর,
দেবানয় বিজ্ঞানর কত ।
চারি অঙ্গ অগম, কড়ীর চক্করগদ,
ভ্রমিতেছে নৃপ আভা মত ॥
বিশ্বকোষ নাহি রক্ষ, তাপায় পায়ন বাক্য,
বঁচি করে রাখে কারা মার ॥
শিক্তির সদা পালন, করে অর্থ বিতরণ,
লীন লীন পরিহ্র দবারে ।
সুহৃদ সম প্রজ্ঞাশ্রয়, পামন করে দমনে,
নাহি দুঃখ রাজ্যের ভিতর

কুমদ কামিনী ।

সদা চর্য সর্বজন, লয়ে তারা সুতপণ,

সদানন্দে দেয় রাজ কর ॥

বাশে রাজ রাজেশ্বরী, বিরাজে কেশরী পরি,

মলভুজা মল্লভ নাশিনী ;

নৃপের বুধল রানী, গুণে সম বীণাপানি,

কপে রত্না ভিলোক্তমা জিনি ॥

নাহি নৃপতির সূত, সূত বিনে ছঃখযুত,

সদা করে ঈদ্য আরাধনা ।

নানা ব্রত নানা মতে, করে নৃপ শাস্ত্র মতে,

সূত লাগি নদত ভাবনা ॥

ভুধরের সহোদরী, সাগর্য্য মতী সুসুন্দরী,

মনা ধনা নারী বলি কারে ।

ভগ্নি সহ ভগ্নিপতি, আনি কাপন বসতি

ভাসিলেন সুখের পাথারে ॥

কিছু দিন পরে মতী, হইলেন গর্ভবতী,

পরে প্রসবিলেন কুমার ।

মহানন্দে মহীপাল, রাখি নাম রামলাল,

সদা কাছে রাখে আপনার ॥

মল্লী মনো মুখশশী, হেরে হেরে মন মসী,

অপকপ সরোজ লোচন ।

করি গুণ সম কর, বিষ জিনি ওষ্ঠাধর,

বর্ণ সম তরুণ অরুণ ॥

কিছু দিন পরে পুনঃ, প্রকাশিয়া কহি শুন,

পুনঃ প্রসবিলেন নন্দন ।

বনসারিলাল নাম, নানা গুণে গুণধাম,

নাম তার রাখিল রাজন ॥

কুমদ কামিনী ।

৩১

রাজ্য তাঁর ভাগিন্যাস, সমর্পণ করে রাগ,
ভীর্ণ পর্ষোটেনে অভিলাসী ।

লয়ে পাত্র মিত্রগণ, ত্যজে মিজ মিকেতন,
গমন করেন সুখে তাসি ॥

সৈন্য সামন্ত সহিত, আদি গুরু পুরোহিত,
জনবর হলো দেশে দেশে ।

সদা কামানৈর ধ্বনি, কল্পিত হলো ধরণী,
চলে তবে নৃপের আদেশে ॥

করি অশ্ব অগণন, সংখ্যা করে কোন জন,
ছাড়ি জ্ঞান দেশ কত শত ।

দ্বিধা তন্ত হলো পরে, সকলে বিভ্রাম করে,
বিভাবরি হইল আগত ॥

পাত্র মিত্র রত্নগণ, আদি নৃপের সমন,
শাস্ত্রালাপ করেন সকলে ।

করিকুল চূড়ামণি, কারাগার শিরোমণি,
কহিছেন পরিহাস ছলে ॥

অবনীতে দারা দার, ননোনীত আছে বার,
অশিকের সুখী সেই জন ।

শ্লে সাধ্যা প্রিয়া সতী, ভাগ্যবতী গুণবতী,
হিত চিন্তা করে সর্লক্ষণ ॥

হরদাস ন্যায়রত্ন, নৃপের প্রধান রত্ন,
সমাদরে কন নৃপবরে ।

কামিনী নামেতে পতি, কণবতী ছিল অতি,
ধন্য ধন্য মানা ক্রিতিপরে ॥

চন্দ্রচূড় নৃপবর, বাস কান্তিক নগর,
তাঁর হৃতা ছিলেন কামিনী ।

কুমদ কামিনী ।

কুমদমোহন নাম, সুরাট নগরে ধাম,
 সুরেশ নৃপের সূত জিনি ॥
 মনে ছুখে আপনার, তেজে নিজ অধিকার,
 মহারণ্যে করেন ভ্রমণ ।
 কিছু দিন পরে রায়, একাকী ভ্রমি তথায়,
 দেখিলেন যোগী এক জন ॥
 ছজন্য গেল ছুখে, হেরে ছুজন্য মুখ,
 ধানে হতে উঠি যোগীবর ।
 দ্বিচ্ছানিলেন রাজনে, কি কারণে একাননে,
 ভ্রমিতেছ হেরি একেশ্বর ।
 কোথা বাস কিবা নাম, কহ নৌরে স্বপনাম,
 কেন হেরি বিবদ বদন ।
 তার ছুখে পেয়ে ছুখ, সুখায়েতে চন্দ্রসুখ,
 কহ মোবে করি নিবেদন ।
 যোগীবরে কহিলে, কহিলেন বিশেষিলে,
 নৃপসূত ছুখে আপনার ।
 শুনে যোগী বিবরণ, শাস্ত কর তার মন,
 রাখিলেন কাছে আপনার ॥
 কামিনীর বিবরণ, নৃপ সূতে যোগী কন,
 তার রূপ করিয়ে বর্ণন ।
 কুমদমোহন তার, শুনি রূপ চমৎকার,
 কান্তিকেতে করেন গমন ॥
 বিবাহে হয়ে কান্তর, সদা বিনাদ অন্তর,
 নাহি নিভ্রা ক্ষুধা ভৃষ্টি তার ।
 বিমলা নামে তাঁতিনী, মিলায়ে দিল কামিনী,
 বাসা দিল বাসে আপনার ॥

সাজায়ে কুমদে নারী, সে শোভা বর্ণিতে নারি,
লয়ে যত নিত্য বিভাবরী ।

নৃপবাসে সংগোপনে, নৃপ স্মৃত্যর সদনে,
লুকাইয়া যতেক প্রহরি ॥

এক নিম্নী দৈবাধীন, সর্বাধিক হয় শীন,
রসবসে মাত্রে ছুজনে ।

অঙ্গ হইল রক্তনী, সু উদিত দিনমনি,
মহানন্দে জানে নাহি মনে ॥

পরে আগি দাসীগণ, হেরে কুমদ বদন,
নিবেদিল নৃপের নদনে ।

তিনিযে ফোঁটে রাজন, কুমদে করে বন্ধন,
কায়াগারে রাখে দৃতগণে ॥

নৃপসুত মৃদুভালে, আনি যোগী নৃপবাসে,
যোগী দুঃখ করিল মোচন ।

যোগীবর নৃপবরে, বিনয়ে সাধুনা বরে,
কুমদের কন বিবরণ ॥

তিনিযে ধরিণীপতি, হইয়ে আনন্দ কতি,
কামিনীর দিলেন বিবাহ ।

কুমদমোহন লয়ে, আনন্দে নিমগ্না হয়ে,
কুল কার্য্য করেন নির্বাহ ॥

কুমদমোহন রায়, থাকিবে সুখে ভবায়,
নিজ বাসে করেন গমন ।

চন্দ্রচূড় নৃপবর, হয়ে হরিয় অন্তর,
জামতারে দিল বন্ধন ॥

কামিনী আনন্দে ভাসী, সঙ্গে লয়ে দুই দাসী,
চলিলেন নাথের ভবনে ।

কুমদ কামিনী ।

করে তরি আরোহণ, কুমদমোহন কন,
খুলিবারে নৌকা বাহিগণে ॥

পবন সম গমনে, বাহিছে নাবিকগণে,
কাশীধামে হল উপনিত ।

নাবীক সকলে রায়, করিল তথা বিদায়,
বক্ষে বুঝে কামিনী সহিত ॥

কহি শুন ভাগ্যধর, ঠাকুরানু সদাগর,
নামেতে আছিল ধনধান ।

কীশোরি নামেতে কন্যা, কপেতে পরণীধন্য,
ভুক হারি কামের কামান ॥

নয়ন কটাক্ষ ভাগ, হেরিলে সে হেরে প্রাণ,
নেক চুড়া নয় কুচ তার ।

ছিল কুল যিনি নাসা, পিকবর যিনি লাস,
তার ভুলা নারি নাহি আর ॥

গাটে হেরে তার কপ, ভাবে কত নবভাষ,
নলো ছুয়ে আকুল অনুর ।

সম্ভোপনে চুই জনে, মিলন হলো যতনে,
নলো মুখে ভুঞ্জে নিরন্তর ॥

কামিনী বহিষ্য সন্ন্য, সাবিত্রে আপন কন্দ,
কীশোরিবে বিবাহ করিল ।

লুকায়ে আপন নাথে, চুই দাসী লয়ে নাথে,
নারী হয়ে পুরুষে ছিলিল ॥

লয়ে কামিনী কীশোরি, কাশীধাম ত্যজ্য করি,
চলিলেন আপন ভবন ।

কুমদমোহন রায়, করিল সতে বিদায়,
উপনিত জনক সদন ॥

হেরে সুত নৃপবর, হয়ে হরিষ অনুর,
 দীন হীনে অর্থ বিতরণ ।
 হলো স্মৃতি পুরনায়ী, আনন্দমাগরে ভাসি,
 জয়ধ্বনি করে সর্বজন ॥
 অমড়া নগরেশ্বর, করিয়ে যুগল কর,
 প্রগতি করেন কবিরে ।
 কামিনী কুমারি ধন্যা, মাখা সতী মহামান্যা,
 ভূলা নাহি অবনী ভিতরে ॥
 কবিবর কল রায়, ইতিহাস হল মায়,
 কুউদিত হেরি দিবাকর ।
 নৃপের বিজয়দশ, করিল সভে গমন,
 নৃপের আনন্দে স্থানান্তর ॥
 প্রাণবাক্যারে নিবাস, রাজকৃষ্ণ সুপ্রকাশ,
 বিচিত্র ভাবিয়ে তবানী ।
 এই মম নিবেদন, সমীপে সুকুমারগণ,
 দীন হীন বলিতে চি জানি ॥

কুমার কামিনী নামক গ্রন্থারম্ভ ।

রাজপুত্র ও যোগীর বিবরণ ।
নিবীড় কাননে যোগ করে যোগীবর ।
জন শূন্য সেই স্থান থাকে একেশ্বর ॥
ভেড়াইবে মান্য দেশ পর্বত কানন ।
ভুতায় দাপুলা হয়ে ভ্রমেণ রাজন ॥
উপনীত সেই স্থানে বাড়ি অসংখ্যে ;
কেবল ভেড়াই যোগী বগে যোগাসনে ।
অগমিয়া দুপাক্ষ তা ভাবেন অশ্বরে ।
অর্জুন মন সুপ্রভাত এতদীন পারে ॥
বহু দিন আমি আমি কাননে কাননে ।
হেলকপ কতু আমি না দেখি নগ্ননে ॥
রাবির সমান জ্যোতি কানন ভিতরে ।
মণিময় দীপ্তময় নল্লাট উপরে ॥
দুগ্ধিত হইয়ে অটা পরেছে ভূমেতে ।
সাপিনী তাপিনী জ্বালি শোভিছে শিরেতে ॥
কটাক্ষ করিয়া রায় কন যোগীবর ।
কে তুমি একাকি এনে কানন ভিতর ॥
কিবা নাম হয় তব কাহার তনয় ।
কি আশে এসেছ হেথা কোথায় আলয় ॥
কহ মোরে সত্য বাণী সাধুরনন্দন ।
মন ভুংখী দেখি কেন বিরসবদন ॥

কুমার কামিনী ।

রায় বলে কহি শুন মম বিবরণ ।

পুরাট নামেতে রাজ্য সুরেশ রাজন ॥

ভাঁহার তনয় আমি শুন মহাশয় ।

কুমারমোহন নাম সুদটে আলয় ॥

বন্ধুর বিচ্ছেদে আমি জমি নিরস্তর ।

তোথে খাম বরে বায় কানন ভিতর ॥

যতক সুকুমার গ ছিল মম দেশে ।

অর্থ ভীষ ঘেরী মোরে তুচ্ছ করে শেষে ॥

স্বীয় মনে খালী লাজ ভাঁহার কারণে ।

দিল বিজ্ঞানী খাতি মকল নয়নে ॥

বোখাও না পাই ধীর জুড়াতে জীবন ।

বন্ধুর বিচ্ছেদানলে পড়ে বদা মন ॥

কি করি কিসে নিবারি মনেছি খালল ।

অনির্ভয়ে মন ভায়ে দহে নে অনল ॥

অসম্মদ করেছি লায় ধম আমি যত ।

কুমার কুপথে মম চিত্ত হরে রত ॥

এখন ভাবিতে গেলে পাবাণ বিহরে ।

ধরনী দুলাক হলে প্রবেশি ভিতরে ॥

মনেতে ভেবেছি আর সেই পরাংপর ।

অসম্মদ মম্মদ মাজে নতা যোগেশ্বর ॥

ধিকরে প্রেমীতগণ বন্ধ মায়া আগলে ।

বারেক মা কর চিন্তা সেই নন্দলালে ॥

বার নামে ভবে নর সুখে হয় পার ।

তারে ভাবি হৃদয় রচিল পয়ার ॥

রাজপুত্রের সহিত যোগীর কথোপকথন ।

পর্যায় ।

কুনিয়ে কহেন যোগী শুন হে রাজন ।
 তাহার কারন কেন এত উচাটন ॥
 ঐশ্বর্যধর ঐশ্বর্যধর ভাব জগদীশে ।
 নন্দা রূপ মেই নাম পরম হরিষে ॥
 সুখের সময় হইলে মিলে বন্ধুগণ ;
 দুঃখের সময়ে বন্ধু মেলা চূড়চটন ॥
 তাকএব কই শুন ওহে নরেশ্বর ।
 হৃদয়ে বসন কর হৃদয়ে কাতর ॥
 এত দিনে গেলিলে ভুবি দারাবে জীবন ।
 ধর্ম হ'করি কখন হর নাশ্ত কর মন ॥
 এখন অধিক দিনা আছে নৃপমণি ।
 নগরে করণে যাজা হইবে বজ্রনী ॥
 মিনতিতে আশিবে হেথা বনজন্তু কত ।
 দেখিলে আনন্দে তব প্রাণ হবে হত ॥
 বড়কালাবধি কামি থাকি এ কাননে ।
 বিচা' মিতা যোগে দেখি মিশ' চরীগণে ॥
 ইচ্ছাবশে নাগরূপ ধরে হুক করে ;
 নাবীকপে মনে তারা কানন ভিতরে ॥
 প্রতাহ বাকোর ছলে পোহাম জামিনী ।
 হরিবে তোমার মন দেখায়ে মোহিনী ॥
 এখন মিনতি রাখ ভূমি ঐশ্বর্যধর ।
 থেকোনা থেকোনা হেথা যাও স্থানান্তর ॥
 শুনিয়া যোগীরে কন নৃপের নন্দন ।
 ললাটে বা আছে মম হইবে ঘটন ॥

দেখিব বনের শোভা কেমন নিশীতে ।
 যায় যাবে মম প্রাণ ভয় নাই চিতে ॥
 ইহার নিকটে স্থান আছে নৃপবর ।
 কান্তিক নামেতে অতি বিখ্যাত নগর ॥
 চন্দ্রবুড় নামে তথা আছেন নৃপতি ।
 কামিনী নামেতে সুতা অতি রূপবতী ॥
 পরম রূপসী সেই রূপে ধরা ধন্যা ।
 নান'ভাবে গুণবতী নৃপতির কন্যা ॥
 প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সেই পিতার সন্মানে ।
 গর্ভিত কিশোরে মন সুপারব বতনে ॥
 এ কারণ জন্মাবদি দিনা নাতি হয় ।
 'মতা শুভ্রি'র 'মতা'ও নৃপের ভ্রমর ॥
 'অপার'গে মন দুঃখে নিহ্ন বেষে অ'র ।
 কনার নিবাহ লাগি যাবে মম, রায় ॥
 চইবে এখান হতে দ্বিতীয় যোজন ।
 দ্বিতীয় দিবসে তথা করিবে গমন ॥
 পথমধ্যে পাবে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ।
 বারেক পার্শ্বিবে তথা করিতে বিগ্রাম ॥
 নগরে পৌছিলে পাবে যেবা ইচ্ছা কব ।
 তাতুলনা সেই স্থান অধিক কি কব ॥
 অতএব কহি শুন ওহে নরপ'র ।
 থেকান, থেকোনা যের কাশন ভিতর ॥
 মুড়ানে তাপিত প্রাণ জাবে মন দুঃখ ।
 রাজকৃষ্ণ ভাবি কৃষ্ণ রচিল কোতুক ॥

কুমর কামিনী ।

১৩

যোগী কর্তৃক কামিনী রূপ বর্ণন ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

শুনিয়া যোগীর বাণী, প্রবোধ মনেতে মানি,
কহিছেন যোগীয়ে রাজন ।

কামিনী সে রসবতী, সে কি রূপবতী অতি,
কহ শুনি তার বিবরণ ॥

যোগী কন নৃপসুত, শুন হয়ে স্বর্ঘ্যসুত,
সেইরূপ বর্ণিবারে নারি ।

প্রকুল কুমদ হাসি, হেরে জার দুঃখরাশি,
তার তুল্য নাই হেরি নারী ॥

সে রূপ লাগিয়া তার, যে হেরেছে এক বার,
নিঃসঙ্গি ভাবে যে অন্তরে ।

দিশে মেলিলো তারে, হারি মানিয়াছে তারে,
থেকে থেকে মন দুঃখ করে ॥

হেরিলে সে রূপ শশী, মরমানে মানে বসি,
স্বীয় মনে বাসে সদা লাক্ষ ।

শুনিলে তাহার ধনী, তুচ্ছ হবে পিক ধনী,
পিক বন শুনিয়া কি কাম ॥

কিনিয়া মরৎকা গতি, চলে যায় রসবতী,
অতুলনা ওষ্ঠের তুলনা ।

প্রভাতের দিনমণি, জিনি তাহার বরণী,
হেরে ভুলে কুলের অঙ্গনা ॥

নিদ্রিত মাজা কেশরী, কিবা বেণী জাহা নরি,
ধনু সম তুরু ছুই তার ।

হেরিয়া দশন তার, মুক্তা লাজে আপনার,
শলিলে ভুবিল মানিহার ॥

কুমদ কামিনী ।

কি ছার কুরঙ্গ আঁখি, যে হেরেছে তার আঁখি,
হরিয়াছে তারে কটাক্ষেতে ।

কুচ দিবা বক্ষপরে, গিরি গম শোভা করে,
অঞ্জে অঙ্গ ব্যঞ্জে সচক্ষেতে ॥

নবিনে রনিকা ধনী, পাইবে সে গুণমনি,
কত সুখী অন্তরে হইবে ।

কহি শুন অতপার, ভেবনা হে তাবাস্তর,
পূর্ণ শশী হোড়নী পাইবে ॥

অপার সুখেতে তরি, সুধামুখী সে সুন্দরী,
হইবে হে তাহার কাণ্ডারী ।

রাজকুমার ঘোষ ভনে, রেখ হরি অঁচরণে,
দীননাথ গোলক বিহারি ॥

যোগীর নিকট হইতে কুমদের বিদায় ।

কামিনীর কণ শুনি কুমদমোহন ।

মৃদায় কলেবর বিসাদিত মন ॥

নেই রূপ রসকুপ ভাবে নিরস্তর ।

মিজন বিহনে বদা বিরস অন্তর ॥

হায় বিধি কেমানেতে হেরিব নয়নে ।

তারে না পাইলে প্রাণ ত্যজিব জীবনে ॥

সে আমার আমি তার হইব এসান ।

ইহাতে যত্নপি বিধি ঘটান প্রমাদ ॥

নেই রূপ দিবা নিশি হেরি যে অন্তরে ।

ধ্যানে জানে মম প্রাণ ধৈর্য না ধরে ॥

কি হল শুনিয়া তার কপের কাহিনী ।

আছি বেঁধা মৃগ সম দিবস যামিনী ।

গেল প্রাণ নাহি জাগ করি কি উপায় ।
 তাহার বিরহে বুকি ভেবে প্রাণ যায় ॥
 চন্দ্রাননী চন্দ্রামুখী দেহ দরশন ।
 এখন তোমার লাগি জায় যে জীবন ॥
 প্রণমিয়া যোগীবরে নত করে শির ।
 দুর্গা বলে শুভ যাত্রা করিলেন ধীর ॥
 এড়াইয়া বনপথ সুখেতে রাজন ।
 বসিয়া তরুর মূলে ভাবিছে তখন ॥
 নন্দুখেতে সরোবর অতি মনোহর ।
 চারি পাশে পুষ্প হর শোভিছে বিস্তর ॥
 হেনকালে চারি কন্যা আসি উপনীত ।
 কুমদে হেরিয়া সব ভাবে চমকিত ॥
 এক বনি বলে একি হেরি রক্তভলে ।
 গগণের শশি কেন রয়েছে ভুতলে ॥
 অতুলনা এইরূপ কপোর দাগর ।
 ইহার রমণী ধন্য অবনি ভিতর ॥
 আর এক ধনী বলে সখী মরি মরি ।
 বালে মম মন সদা বাস ত্যজ্য করি ॥
 উগারে লইয়া দুখে ভবে করি খেলা ।
 মনের সাথে ঐ চাম্বে হেরিব ছবেলা ॥
 জায় যাবে কুল মান তাহে ক্ষতি নাই ।
 কদয়ে রাখিয়া সদা জীবন জুড়াই ॥
 আর ধনী বলে সেই কবকি অধিক ।
 জামার মতন নারীর কপালেতে ধিক ॥
 জন্ম অক্ষু পতি মম দুই পদে গোদ ।
 রূপেতে কন্দর্প যিনি নাহি বোধ্য বোধ ॥

এমন কুমদরী আমি থাকি সুরমান ।
 পতির পতিতে কাল গেল অতিমান ॥
 হোবালে না বুকে সেটা সমা কুচ্ছ করে ।
 বিকালে জনম গেল তার হাতে পাড়ে ॥
 এখন ভেবেছি মনে হব বনচারি ।
 উহারে লইয়া যাব গৃহ বাস ছাড়ি ॥
 বারেক হেরিয়া এ যে হরিলোক প্রাণ ।
 কুটিল বিরহ কুল নাহি দেখি জ্ঞান ॥
 আর এক মনো বলে কি কহিব হার ।
 অবিরত উহারে হেরিতে মন চার ॥
 কি করি বাসেতে গুরুজনেরে ডরাই ।
 না হলে উহারে লয়ে ক্ষুদ্রে বসাই ॥
 পুরুষ কঠিন বড় নাহি দয়া ধর্ম্য ।
 অবলা মজায়ে কেবে এই তার কর্ম্য ॥
 কহ দেখি রসরাজ তব বিবরণ ।
 কি লাগিয়ে বসে থেখা কোথায় ভবন ॥
 হরে লয়ে মন প্রাণ বসে তরু তলে ।
 অবশ হয়েছ অঙ্গ নারি যেতে চলে ॥
 দেবতা গন্ধর্ব কিবা হও নিশাচর ।
 প্রকাশ করিয়া কহ রসের সাগর ॥
 নাহি যদি পরিচয় হেহ গুণমণি ।
 ত্যজিব সকলে প্রাণ আমরা এখনি ॥
 নাহি বাস ধর্ম্য ভর ওহে রসরাজ ।
 অবলা বধিতে চিতে নাহি রাস লাজ ॥
 আমরা কুলের নারি নাহি আমি আলা ।
 কাননে বসিয়া তুমি বধে কুলবাল ॥

কুমদ কামিনী ।

অতএব কহি শুন ওহে মনচোর ।
তকর হইয়া তুমি কর এত জোর ॥
সাধের উজ্জান এই পিরীতি রাজার ।
আনন্দ নামেতে কন্যা আহুয়ে তাহার ॥
রায় বলে বাস মম লম্পট নগরে ।
বেলিক আমার নাম ব্যক্ত ধরাপরে ॥
রাক্ষস কয় রায় তুমি হে সুজন ।
বাক্যেতে ভুলিতে পারো পুরুষের মন ॥

কুমদের কাঙ্ক্ষিপ নগরে উপনিহত ও সহচীরগণ কর্তৃক
বাংরো মাস বর্ণন ।

ত্রিপদী ।

কি দেখিহু আজি চক্ষে, কলসি করিয়ে কক্ষে,
গিয়াহিহু আনিবারে নীর ।
মিলে সব সহচরী, তার কপ হেরে মরি,
এবে মন হয় নাহি স্থির ॥
কি করি কুলের বালা, নাথ মিলে ভাল মালা,
নিবারিব জীবন পতনে ।
অতুলনা সেই রূপ, ত্রিভুবনে সে অরূপ,
তারে বিধি গড়েছে নিমজ্জনে ॥
আহা মরি কিবা মুখ, হেরে যায় মন দুঃখ,
সুবর্ণ জীবন তার কাছে ।
হায় হায় প্রাণ যায়, সে জন পড়ে ধুলায়,
স্বীয় মনে মনো দুঃখে আছে ॥
আহারো সে কপ কাদে, হেরিলে যে প্রাণ কাদে,
বাসে মন বাসে লয়ে যাই ।

কি কব কুলের নারী, লোক লাঞ্জে নাহি পারি,

গুরুজনে সদত ভড়াই ॥

কহি শুন নৃপবালা, সে দিল বিষম আলা,

সে আলা নিভার না মলিলে ।

সে মোরে কটাক্ষ বাণ, হেনেছে করে সন্ধান,

কামানলে দাঁহলে দাঁহলে ॥

আমরা জনম দুঃখি, কোন কালে নাহি সুখি,

কালে কাল সদা জ্ঞান করি ।

বৈশাখে যে করে প্রাণ, সে বিনে কে করে জ্ঞান,

মনানলে পুড়ে প্রাণে মরি ॥

বিষম বিরহানল, ইচ্ছা খেতে হলাংশল,

যৌবন আলায় প্রাণ হত ।

জৈষ্ঠে তপন করণে, বারি এসে ছন্নরনে,

অশ্রময় তনু ওষ্ঠাগত ॥

আঘাতে নিরদ ডাকে, সদা প্রাণ চায় তাকে,

ধৈর্য্য তরু হইল তপন ।

আবণেতে বর্ষে ধারা, মম নেত্রে শত ধারা,

গেলো নাথ জীবন যৌবন ॥

অনাথ করিলে নাথ, গেছে হানি বজ্রাঘাত,

ভাদ্রেতে আকুল মম প্রাণ ।

পলকে না পাই সুখ, ক্রমে বাড়ে মন দুঃখ,

সদা ডাকি রাখ ভগবান ॥

আশ্বিনে পূজার ধুম, আমার না হয় ধুম,

সকলের পাতি বাসে এসে ।

তার দেখি পড়ে মনে, ইচ্ছা হয় যাই বনে,

মন দুঃখে কাহার উদ্দেশে ॥

কার্তিকে জাতৃ হিতিয়া, দিব কোটা সুখে গিয়া,

সহোদরে মহা সমাদরে।

তাহে বানি ননদিনী, সদা কহে কলঙ্কিনী,

পূর্ণনাশী কুচ্ছ করে মরে ॥

অজ্ঞান মাসের কথা, থাকি সেই যথা তথা,

কব কিবা আনার দুর্গতি।

নিশিতে যে করে অঙ্গ, সদত পাই অভঙ্গ,

যজ্ঞা দিওনা থাকুপতি।

পৌষে শীতের প্রভাসে, মন সদা তারে ভাবে,

কাস্ত বিনে হতেছে প্রাণান্ত।

মাঘেতে বসন্ত কাল, কোকিলের স্বরোজাল,

কুছবে বাচিনে নিতান্ত ॥

মে কাল সুখের কাল, কিন্তু মম পক্ষে কাল,

কালকোকিলে কুল মজালে।

মলয়ার সমীরণে, জীবন ত্যজি জীবনে,

সুখি আমি নাহি কোন কালে ॥

কালগুণে মনাগুণে, অলি প্রাণে মনাগুণে,

দোলযাত্রা হয় মাঘবের।

তাহে হর্ব সর্ব জন, হর্ব ভঙ্গ মম মন,

বাড়ে শোক কুরিতে নাথের ॥

চৈত্রেতে মধুর মাস, সুখমর সুপ্রকাশ,

কিন্তু দুঃখ আমার অপার।

রাজকৃষ্ণ কর নাথ, দিনবন্ধু দিননাথ,

কর দিনে ভবে হরি পার ॥

কুমদমোহনের বিমলা তাঁতিনীর সহিত সাক্ষাৎ ।

পয়ার ।

সহচরীগণে কন নৃপের কুমার ।
 কিবা নাম এস্থানের এ রাজ্য কাহার ॥
 কিবা নাম নৃপতিব কহ বিবরণ ।
 পরম ব্যথিত নৃপ কয়বা নন্দন ॥
 সহচরীগণে কয় শুন মহাশয় ।
 কাশ্মিরনগর নাম সর্ব স্নোকে কয় ॥
 চলচ্ছদ্ম নামে নৃপ জাতিতে কারয় ॥
 জাতি বসু আদি কত তাহার দারয় ॥
 নন্দান নাহিক তার একতো নন্দিনী ।
 কি করিব তার কপ নামেতে কামিনী ॥
 নসিয়ে তরুর তলে কুমদমোহন ।
 বাসার কারন অতি বিরল বদন ॥
 অস্ত হলো দিবাকর এমন সময়ে ।
 বিমলা তাঁতিনী এলো অতি দ্রুত হয়ে ॥
 মনে মনে ভাবে ধনী কি করি উপায় ।
 এ দেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায় ॥
 না হবার তাই হবে কথা কই ছলে ।
 বাসা করিয়াছে কোথা বাবে কোন স্থলে ॥
 সুধালে পাইব টের বনে যেবা আশে ।
 ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে বিমলা জিজ্ঞাসে ॥
 কহ শুনি ভাগ্যধর বসে কি কারণ ।
 কিবা নাম কার স্মৃতি কোথায় ভবন ॥
 শুনিয়া কহেন রায় শুন পরিচয় ।
 কুমদমোহন নাম শুরাটে আলয় ॥

কুমদ কামিনী ।

দ্বি তীয় দিবস হলো এসেছি এখানে ।
 বাসার কারন জমিলাম কত স্থানে ॥
 কোথাও না পাই বাসা কি করি উপায় ।
 তারিণী যদি রূপা করে রাখেন পারি ॥
 তবেত পাইব বাসা পূর্ণ হবে আশা ।
 নতুবা স্বদেশে যাব হইয়া নৈরাশা ॥
 নিমলা কহিছে শুন নূপের কুমার ।
 রূপা করে যাও যদি আনয়ে আনার ॥
 পাইবে উত্তম স্থান যেবা ইচ্ছা কর ।
 ও অধিনী তব দাসী যেন গুণাকর ॥
 নাই মম পুত্র কন্যা থাকি একাকিনী ।
 অতি ভাগ্যহীন আমি কি কব কাহিনী ॥
 বাটী মোর ভালো বটে অতি পরিপাটি ।
 নন্দ্রথেতে নরোবর গায়ে কালী বাটি ॥
 শঙ্কু সহিত যথা শিবে বিরাজিত ।
 নৃপতির পূর্ব কীর্তি আছে প্রকাশিত ॥
 কহ বিমলার রূপ না দেখি স্বরূপ !
 বিদেশী ভুলিয়ে যায় তৈলোকো অনূপ ॥
 জানে কত ভদ্র মন্ত্র ছিটে ফোটা আদি ।
 মুখেতে সুধার ধার কুম্ভলের ফাঁদি ॥
 কথায় কে পারে তারে যদি ধরে ছল ।
 পড়শী পলায়ে যার ভয়ে অন্য স্থল ॥
 দাঁতে মিশি মুখে হাসি পাকি মালা গলে ।
 পরনে রত্নের সাড়ি কথা কয় ছলে ॥
 বুঝিয়ে চতুর রায় ভাবে মনে মনে ।
 কি বাক্য বলিয়ে আমি ডাকি সযোধনে ॥

তুমি আয়ি আয়ি নাতি জেনো গো তোমার ।
 এখানে আমার দেখ কেহ নাহি আর ॥
 বিপদে পড়িলে তুমি করিবে উদ্ধার ।
 অস্ত্র হতে তুমি আয়ি হইলে আমার ॥
 বিমলা বালিছে নাতি চলছে আলয়ে ।
 দিব্য অবশান হলো সন্ধ্যা যায় বয়ে ॥
 রায় বলে শুন আয়ি জিজ্ঞাসি তোমারে ।
 দাস দাসী নহে নাহি কে জাবে বাজারে ॥
 শুন মোর গুণমণি গুণের সাগর ।
 তাহার কানে তুমি হওনা কাতর ॥
 আয়ি তব দাসী ওহে কি লাজ কিস্করে ।
 যখন যে আজ্ঞা তুমি করো রূপা করে ॥
 সেই সঙ্গে সেইত কর্ম করিব যনে ।
 এছ ভাগ্যে পাইয়াছি অমূল্য রতনে ॥
 তুমি ওহে নৃপসুত আয়ি অনাথিনী ।
 যুগ না করিও মোরে ভাবিয়ে দুঃখিনী ॥
 চন্দন করিয়া পরে করেন ভোজন ।
 ভোজনান্তে তাম্বুল যোগায় ততক্ষণ ॥
 পরেতে কহেন রায় আয়িগো আমার ।
 তুমি কি জান কিছু রাজার সমাচার ॥
 রাজার বাটীতে নিত্য যাই বৈকালেতে ।
 অন্দরেতে যাই ভাল বাসে সকলেতে ॥
 সবিশেষ কহ শুনি নৃপের কাহিনী ।
 নৃপের সম্ভান কর কয়বা নন্দিনী ॥
 রাজার বরজ্ঞম কত কয়বা রাণী ।
 প্রকাশিয়া কহ আয়ি সবিশেষ রাণী ॥

বিমলা কহিছে শুন কহি বিবরণ ।
 এক মাত্র পাট রাণী নাহিক নন্দন ॥
 কামিনী নামেতে আছে নূপের কুমারী ।
 কি কহিব তার রূপ বর্ণিতে না পারি ॥
 কন্যা যোগা পাত্র নাহি পান নূপবব ।
 কন্যার বিবাহ লাগি ভাবে নিরন্তর ॥
 নূপের কুমারী মোরে বলে মাসী মাসী ।
 নানা দ্রব্য দেয় মোরে ভাবিয়া হিতাশী ॥
 রায় বলে বিধি মোরে ভাল মিলাইল ।
 এত দিনে তারা বুঝি দুঃখ বুজাইল ॥
 এ নারী হইতে পাব সকল সন্ধান ।
 কেমনে কহিব ওরে করি অনুমান ॥
 কহিলে প্রকাশ পাছে করে এই ভয় ।
 গুণ কথা ব্যক্ত করা উপযুক্ত নয় ॥
 চল করে মন সুকি যা হবে পশ্চাতে ।
 হায় বিধি তুমি যদি হওনা ইহাতে ॥
 তুমি যদি হও বাদি কে করিবে জ্ঞান ।
 লাভেতে কলঙ্ক হবে যাবে মম প্রাণ ॥

বিমলার নিকটে কুমদের কামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা ।

ভাবিয়ে চিন্তিয়ে রায় কহেন তখন ।
 সুধাইয়ে দেখি দেখি কহিয়ে বচন ॥
 ভাবেতে বুঝিব পরে যেবা যুক্তি হয় ।
 তখন করিব রাজ্য মাকিক সময় ॥
 চলনা করিয়া যদি মজাইতে চায় ।
 চলিয়া যাইব আমি মজায় উদার ॥

কুমদ কামিনী ।

আচ্ছা আমি বল তুমি জিজ্ঞাসি তোমারে
নূপের কুমারী নাকি পণ্ডিত বিচারে ॥
তুমি লাগি জারো নাকি বিবা নাহি হয় ।
শুনেছি লোকের মুখে সামান্য তো নয় ॥
শুনে বসী কয় নাতি বলিহে তোমারে ।
চার ফেলি চারে যদি পার আনিবারে ॥
নতুবা গোপনে ইহা নারিব করিতে ।
ভেক হয়ে বাদ করা জুজুর সহিতে ॥
রাজকন্যা কয় রায় কি ভয় ছোমার ।
ভীতিনী হইতে হবে কার্ণোর উদ্ধার ॥

কুমদের বিমলার সহিত কথোপ কথন
ও আক্ষেপ ।

যশু-ত্রিপদী ।

কুমদমোহন, ভাবেন তখন,
 তারে হেরিব কেমনে ।
প্রাণ তার তরে, ধৈর্য না ধরে,
 হেরি নয়নে মপনে ॥
দিবা নিশি মন, হয় উচাটন,
 ভেবে ভেবে প্রাণ যায় ।
কি করি বলনা, সহেনা যাতনা,
 কেমনে পাইব তার ॥
মগি হারা কণী, না হেরে সে ধনী,
 আমি আছি সেই মত ।
কোথায় কামিনী, নূপের নন্দিনী,
 মন চাহে অবিরত ॥

শুনে মাম ভাব, বাঁচিলে এবার,
 ক্ষেদে অক্ষ অর অর ।
 এপ্রাণ বিদরে, কাঁদে তার তরে,
 প্রাণ হলো দেহান্তর ॥
 এই রূপ কত, ভেবে অবিরত,
 পারে করে সম্বরণ ।
 ভাবিলে কি হবে, সদুরেতে হবে,
 রাগ ক্রিমধুবদন ॥
 তারে যদি পাই, জীবন জুড়াই,
 হরি কর না নৈরাশা ।
 ভেবে দিন দিন, তনু হল ক্ষীণ,
 ক্রমে বাড়িছে পিপাসা ॥
 বিমলারে কন, তখন রাজন,
 দেহ করিল বন্ধন ।
 আজ্ঞা পেয়ে রামা, কক্ষ্যে করি-ধামা,
 জায় বাজারে তখন ॥
 যুঁহা দিল রায়, তাই লয়ে রায়,
 পাথে করে মনে মনে ।
 আনি এক গুণ, কব চারি গুণ,
 টের পাইবে কেমনে ॥
 যদি টের পায়, ভুলিয়ে কথায়,
 দিব আমি হলে কলে ।
 হাত লাড়া দিয়ে, এল ভবা লয়ে,
 ডাকে নাতি নাতি বলে ॥
 নৃপের নন্দন, করগো রক্ষন,
 আনিয়াছি আজ্ঞামত ।

কুমদ কামিনী ।

যেবা ইচ্ছা কর, তাই আজ্ঞা কর,

যোগাইব সেইমত ॥

বাজকৃষ্ণ কর, নৃপের তনয়,

মন স্থির কর ধীর ।

পাইবে কামিনী, নৃপে নন্দিনী,

যাকি বাসে তাঁতিনীর ॥

কামিনীর নিকটে বিমলার গমন ও কুমদের পরিচয়

মান শূন্য করি সাক্ষ কুমদগোহন ।

পথশ্রান্তে নিজা জ্ঞান হয়ে অচেতন ॥

বিমলা ভোজন করে ভাবে মনে মনে ।

ইহারে ঘটাতৈ পারি কামিনীর মনে ॥

তা হলে অধিক ধন পাব গোপনেতে ।

গোপনে করিব কাব মজিবে জুয়েতে ॥

আমার কি ক্ষতি বল আগে পাব সুখ ।

পশ্চাতে যাহবে তার দেখিব কৌতুক ॥

অন্ধিলে তো মৃত্যু আছে জানি পরাৎপর ।

এখন ভো করি কৰ্ম্ম যাহবে তাপর ॥

যাই দেখি রাজ বাড়ী কামিনীর কাছে ।

যখন যাহবে তাতো লজ্জাটে যা আছে ॥

ভাবিয়ে চিস্তিয়ে ধনী যায় দীরে ধীরে ।

বলে কি ছলে এ কথা কব কামিনীরে ॥

একেতো নৃপের সূতা তাহে বলে মানী ।

কহিতে উচিত কিন্তু মনে লাজ বাসি ॥

প্রবেশিল নৃপ পুরি কত কথা বলে ।

উপনীত হল রান্না অক্ষর মহলে ॥

বনঝি বনঝি বলে ডাকে বারে বারে ।
 অনাথিনী বলে কি মা ভুলেছ আমারে ॥
 কামিনী কহিছে মাসী এস এস বস ।
 ভাল বাসা কিন্তু মাত্র বচনেতে ভোষ ॥
 এতদিন কোথা মাসী ছিলে কুতুহলে ।
 পথ ভুলে আজি বুঝি এসেছ গো চলে ॥
 শুনে রামা বলে বাছা কৈতে বাসি লাজ ।
 হোমারে হরিতে গো এসেছে বুবরাজ ॥
 বাসা করিয়াছে সেই আলয়ে আমার ।
 কুরাট নগরে বাস রাজার কুমার ॥
 পরম পণ্ডিত রূপে ভুবনমোহন ।
 আশি আশি বলে নাম কুমদমোহন ॥
 নিত্য নিত্য বলে মোরে দেখাতে তোমায় ।
 প্রবঞ্চনা করে রাগি কথায় কথায় ॥
 তোমার কি সাধ্য বল করিতে একাষ ।
 আমি ভাবি প্রমাদ গুলিলে মহারাজ ॥
 গোপনেতে নাহি রবে এসব ঘটনা ।
 পরেতে প্রকাশ হবে হইবে ঘোষণা ॥
 তুমি যদি বল বাছা পারিবে রাখিতে ।
 তবে আমি পারি কিন্তু এ কৰ্ম করিতে ॥
 নতুবা একায়ে আমি কিছুই না জানি ।
 তব বাক্য কিন্তু আমি বেদ তুলা মানি ॥
 কামিনী কহিছে মাসী নাহি কর ভয় ।
 করিবে গোপনে যাহে চিরদিন রয় ॥
 তুমি আমি তিনি ভিন্ন অন্যে না জানিবে ।
 যতনে নিশিতে তারে গোপনে আনিবে ॥

তোমার বাটীর কাছে আছে কালী বাড়ি ।

• তথায় আনিবে তাঁরে সাজাইয়ে নারী ॥

পিতার আদেশে লয়ে যাবে সেই স্থানে ।

তাহারে হেরিব আমি তারা সন্নিধানে ॥

শুনিয়ে তাহার রূপ দাঁহছে অন্তর ।

হেরিয়ে বুড়াব প্রাণ সেই গুণাকর ॥

ধর্ম জানে তুমি আন চন্দ্র দিনমণি ।

এই ধর্ম রেখে তুমি ওলো যাদুমণি ॥

বিনলা বিদায় হয়ে চলিল আশ্রয় ।

ভুজনে ভাবে কখন হবে চন্দ্রাদর ॥

রাজকুমার ভাবি কুমার পদে করি আশা ॥

রচিল পয়ার ছন্দে শুনলিত তাষা ॥

কামিনীর কোটালগণের প্রতি আদেশ ।

বিমলার প্রতি তবে কহিছে সুন্দরী :

আমার মন্ডলে আছে যতক প্রহরি ॥

ডাকিয়ে আনগো সব আমার সন্নিধি ॥

তাঁহারে নারীর বেশে আনিবে গোপনে ॥

তুমি আমি ভিন্ন ইহা অন্য নাহি জানে ।

আজ্ঞামাত্র দ্বারিগণ এস সন্নিধানে ॥

ভূমিষ্ঠ হইয়া সবে নত করে শীর ।

অবধান ঠাকুরাণী হজুরে হাজির ॥

বিমলা কহিছে সবে কোটাল এসেছে ।

কিবা আজ্ঞা কর বাছা বাহিরে রয়েছে ॥

কহিবে কোটালগণে আমার বচন ।

করেছি সূর্য্যের ব্রত হবে উজ্জাপন ॥

প্রত্যহ যামিনীযোগে যাব কাননেতে ।
 কভু না করিবে ব্যক্ত পিতার স্থানেতে ॥
 আর এক আছে মনে করিব সাধনা ।
 নাথ লাগি পুজিব গো করালবদনা ॥
 দেখিব আমার ভাগ্যে করে কি না দয়া ।
 ত্রিলোক তারিণী তারা শৈলেন্দ্র তনয়া ॥
 বহুতক কোটালগণ রক্ষা করে পুৰী ।
 বিপদে ফেলনা মোরে করিয়া চাকুরী ॥
 প্রমাদ ঘটবে জেন গুনিলে রাজন ।
 প্রভুএব কহি সাবধান সর্বজন ॥
 পিতার কোপেতে নেথো জায় না জীবন ।
 শুনয়া প্রহরী গণ কহিছে তখন ॥
 কহি আপনার কার্যো প্রাণ যদি যায় ।
 তথাপি নারিব ব্যক্ত করিতে রাজ্যায় ॥
 আমরা যতক আছি তব স্থানেজাদ ।
 কি দুখ সবার হবে ঘটিলে প্রমাদ ॥
 রাজকুমার মোষে হরি করুণা সাগর ।
 দীন হীনে রূপা কর ওহে গুণাকর ॥

কুমদের রমণীর রূপ ধারণ ও কামিনীর সহিত
 মিলন ।

তোটক ছন্দ ।

কুমদমোহনে সাজারে যতনে ।
 রমণীর বেশ দিল ততক্ষণে ॥
 বন্ধেতে কাচলী আঁটিয়ে তখনি ।
 দিল সাজারে রমণী তারে ধনী ॥

বুবরাজ চলে রাজহংস জিনি ।
 রস সাগর নাগর রূপ জিনি ॥
 বসন পিতাম্বরী শোভিছে অঙ্গে ।
 আসিছে মাতিয়ে মানস তরঙ্গে ॥
 চলে ধির ধিরে ভানিয়ে কামিনী ।
 সাজিয়ে কামিনী হেরিতে যামিনী ॥
 ত্রিনয়নী ত্রিদেব বন্দিনী তারা ।
 যথা বিরাজিত দীনে দুঃখ হরা ॥
 সেই স্থানে উপনীত ধৈর্য ধর ।
 অস্তরে মানসে ভাবে নিরস্তর ॥
 ভুগি যদি নয়্য কর মা অভয়া ।
 পূর্ণ কর আশা পায়ণ তনয়া ॥
 ওখানে কামিনী ধনী ভাবে মনে ।
 কেমনে হেরিব কুমদমোহনে ॥
 হেনকালে তথা চলিল বিমলা ।
 কুমদে রাখিয়া করে নানা ছলা ॥
 উপনীত নৃপ বাসে গিয়ে ধনী ।
 বলে চল হেরিবে সে গুণমণি ॥
 তোমার আসয়ে আছে পথ চেয়ে ।
 তাই আইলাম আমি পথ ধরে ॥
 যদি কর সাধ হেরিতে সে চাঁদ ।
 চল চল পূর্ণ হবে মন সাধ ॥
 সাজিয়ে রমণী তাহারে যতনে ।
 রাখিয়ে এসেছি কালির ভবনে ॥
 কামিনী কহিছে মাসী চল চল ।
 কেমনে হেরিব উপায় কি বল ॥

তাহারো বিরহে এ প্রাণ না রহে ।
 প্রাণ অহরহ অনর্শনে দহে ॥
 যা আছে ললাটে হইবে পশ্চাতে ।
 চল যাই তথায় তোমার সাথে ॥
 চলে ধনী রঞ্জে মাতিয়ে তরঞ্জে ।
 কুমদে হেবিত্তে বিমলার সঙ্গে ॥
 উপনীত যথা কুমদমোহন ।
 শিবানী নিকটে হইল মিলন ॥
 তেরিয়ে মাতিল ধনী করে ধরি ।
 ছলে ছুজনে ছুজনে বাস করি ॥
 হাসিছে হাসিছে বচনে তুষ্টিছে ।
 নয়নে নয়নে ছুজনে দেখিছে ॥
 নৃপ নন্দনে কামিনী করে ধরি ।
 কহিছে মিনতি বহুবিধ করি ॥
 ভূমি নাগর নাগর পণ্ডিত হে ।
 তেজো না ভুলনা বাক্ত করোনা হে ॥
 নিকাইল পায় রেখো এনামীরে ।
 রূপা করে কর মনে অধীনীরে ॥
 আমি তোমারে কহি নৃপ নন্দন ।
 চল চল নাথ মম নিকেতন ॥
 কহে কুমদ কুমার কামিনীরে ।
 বিভা নাহি হলো আয় পাত্র ফিরে ॥
 তব অনুরারে যাও বাসে লয়ে ।
 কামিনী অমনি গেল গেল বয়ে ॥
 আমি আপন কুমারে দিব বিয়ে ।
 চলিলাম ঘটকে ভেটিব গিয়ে ॥

কুমদ কামিনী ।
কামিনীর রহস্য ।

এইরূপে ছুই জনে নিত্য নব রসে ।
জানন্দ করেন খেলা মজে প্রেম রসে ॥
করিয়া নারির বেশ কুমদমোহন ।
কামিনীর মন প্রাণ করিল হরণ ॥
যত ছিল মন দুঃখ গেল দুঃখনার ।
কব কি সে সব কথা কহিতে অপার ॥
নূপের কুমারী ছিল চির বিরহিনী ।
নাগরে লইয়ে রহে পোহার যাদিনী ॥
কোন বাধা নাহি তার কে পাবে সন্ধান ।
নারীতে নারীতে প্রেম কে জানে সন্ধান ॥
কামিনী কুমার রায়ে কহিছে তখন ।
এখন উচিত নাথ প্রতিজ্ঞা পালন ॥
তা হও হইলে ব্যক্ত নাহি বাসি ত্বর ।
বিচারে জিনিজে ব্যক্ত হবে প্রাণেশ্বর ॥
আজি নাথ দিবাভাগে দেখেছি অপানে ।
বসিয়া আমার পাশে পুরুষ রতনে ॥
জননী আসিয়া মোরে করিছে ভৎসনা ।
তটস্থ হইয়া উঠি হয়ে বিবসনা ॥
মাগতী কহিছে আসি ঘটেছে জঞ্জাল ।
কুমদে কাটিতে আজ্ঞা দিল মহীপাল ॥
তাহা শুনে ভয় পেয়ে করেছি প্রস্থান ।
এখন বাচাও প্রাণ কর অনুমান ॥
আকুল সাগরে পড়ে আকুল অন্তরে ।
কালী কালী বলে আমি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে ॥

শুনিয়া আমার ধনী যত পুরবাসি ।
 উপনীত হল সবে মম বাসে আসি ॥
 কেহ বলে কেন ধনী করেছ রোদন ।
 কেহ বলে কেন হেরি বিরস বদন ॥
 নিদ্রা ভঙ্গ হলে দেখি কেহ নাহি কাছে ।
 কেবল বিষখা মাত্র সয়নেতে আছে ॥
 সেই কথা মনে হলে ভাবি হে অন্তরে ।
 অন্তরের পন তুমি যেওনা আস্তরে ॥
 নব নাগরে সাগরে কামিনী অমনি ।
 মদনে মাতিয়ে দশনে দংশিছে ধনী ॥
 দুগা দুখন কুচ মর্দিন আলিঙ্গন ।
 হেরে রাজকন্য করে ভবানী শরণ ॥

কুমদ কামিনীর রহস্য ।

এক নিশি কুতুহলে, কুমদে কামিনী বলে,
 প্রাণনাথ কহ সত্য বাণী ।
 আছে বড় মন সাধ, পুরাও মনের সাধ,
 তোমা বই অন্য নাহি জানি ॥
 তুমি হে পরম ধন, মম জীবন যোজন,
 তোমা বই কে আছে জগতে ।
 সদত বাসনা মনে, হেরি নয়নে নয়নে,
 অদর্শনে থাকি চাহি পথে ॥
 যাবত ধরাতে রব, তব দাসী হই রব,
 না মরিলে ভুলিতে না রিব ।
 শুন ওহে প্রাণেশ্বর, ভেবনা হে দেহান্তর,
 ত্যজিলে হে মরমে মরিব ॥

ভ্যজোনা ভুলনা বধু, সিন্মলে খেওনা মধু,
মন প্রাণ সঁপেছি তোমায় ।

যদি যাও কোন স্থলে, যেওহে আমার বলে,
অন্তরেতে হেরিয়ে তোমায় ॥

শুনিলে হে সেইক্ষণে, যাব আমি তব সনে,
লুকাইয়া জননী রাজমে ।

পুরুষ পরেশ মনি, রমণীর শিরোমণি,
রেখ নাথ রেখ হে চরণে ॥

কুমদ কহিছে ধনী, তুমি মনি আমি কণী,
ভুলিতে নারিব হে তোমায় ।

না হলে দেহ পতন, অন্যে না সঁপিব মন,
অদর্শনে অঙ্গ কলে যায় ॥

কি ক্ষণে হেরেছি ধনী, পলকে প্রমত্ত গণি,
না হেরিলে ভাসি নেত্র নীরে ।

হেরিলে হরিষ মন, বাসি হেরি সর্বক্ষণ,
কহি ধনী করে তব কিরে ॥

তোমাতে যে ভাবি মনে, সে কি জানে অন্য জনে,
তেজনা আমারে বিদুমুখী ।

তুমি মম ধন প্রাণ, তুমি মম ধ্যান জ্ঞান,
হেরিলে কাতর হই দুঃখি ॥

কহি শুন বিনদিনী, প্রভাত হলো যামিনী,
দেহ আজি আমারে বিদায় ।

হলে অস্ত্র দীনমণি, আনিত পুনঃ তখনি,
রাজকুমার কহিছে ভাবায় ॥

কামিনীর কুমদের সহিত রহাস্য ।
 কুমদের করে ধরি নৃপের কুমারী ।
 কহিছেন প্রাণনাথ স্নিহায় দিতে নারি ॥
 পলকে প্রলয় জ্ঞান তব অদর্শনে ।
 আর এক কথা বলি থাকিবে গোপনে ॥
 একথা না বাস্তব তুমি করো কোন স্থানে ।
 দিবা ভাগে তুমি নিত্য থেকো সাবধানে ॥
 প্রকাশ হইলে কিন্তু যাইবে জীবন ।
 আর এও কহি সাবধান সর্বক্ষণ ॥
 স্নিহা কুমর কর শুন প্রাণেশ্বরী ।
 কহু না হইবে বাস্তব জেনলো সুন্দরী ॥
 তাহা আমি ভালো জানি বিশেষ মতেতে ।
 না হবে না হবে বাস্তব জানিবে পরেতে ॥
 কিন্তু বাসি মনে তরু আইর কারণে ।
 পাছে নাগি বাস্তব করে কাহার ভবনে ॥
 নষ্ট লোকের নষ্ট রীত শাস্ত্রের কথা ।
 পুরাণ প্রবন্ধেতে দেখে যথায় তথা ॥
 এতবলি চলিলেন কুমরমোহন ।
 বাসায় আসিয়া হলো উদয় তপন ॥
 প্রাতঃকৃত্য আদি দারি স্নান পূজা করি ।
 রন্ধন করিতে জান নববস্ত্র পরি ॥
 পরেতে ভোজন করে সুখে যুবরায় ।
 আসিয়া বিমলা ধনী তাম্বুল যোগায় ॥
 শৌচ যোগ করিয়া শয্যা করেন সয়ন ।
 বিমলা আপন কার্য্যে করিল গমন ॥

কুমদ কামিনী ।

পারে নিদ্রা হতে উঠি নৃপের স্তনয় !
 ভাবেন কখন হবে শশির উদয় ॥
 কেমনে হেরিব আমি তো বিধুবদনী ।
 কতক্ষণে হবে অস্ত আজি দিনমণি ॥
 সেই রূপে হেরি আমি সয়নে সপনে ।
 সন্তত বসনা হেরি নয়নে নয়নে ॥
 এইরূপে ভেবে কত কুমদমোহন ।
 নগর ভ্রমণে সুখে করেন গমন ॥
 রাজরূপে কহে পৃষ্ঠে রচিতা পদ্মার ।
 কুমদমোহন তার কি ভয় তোমার ॥

কুমদ কামিনীর বিহার আরম্ভ ।

তোটক ছন্দ ।

আজি জানিব নগর নাগর হে ।
 রহিষাত্রে কেমন পণ্ডিত হে ॥
 দেখিব আমার কেমন সৈন্য হে ।
 পারে কি না পারে রণে জিনিতে হে ॥
 রস নাগর নাগর করে ধরে ।
 কহিছে জানিব আজিলো সমরে ॥
 হারিলে হারিব যতেক ভূষণ ।
 জিনিলে লইব করের কঙ্কণ ॥
 করি রণে পণ নৃপের নন্দন ।
 আরস্তিল ছুই জনে কামরূপ ॥
 হানিল মদন কুমদমোহনে ।
 পঞ্চশর তার হৃদয়ে যতনে ॥

কামিনী অমনি বাধে ভুজ পাশে ।
 কুমদ ধনীরে কেলৈ কাম কাসে ॥
 মুখ চুম্বন করে যতনে ধনী ।
 ঘন ঘন নিতায় আঘাত ধনী ॥
 আপনি কামিনী হারিল সমরে ।
 কুমদমোহন তবে ব্যঙ্গ করে ॥
 শুন লো সুন্দরী দেহ লো কঙ্কণ ।
 নন্দু বা মাহ পুনঃ করিতে রণ ॥
 যে রঙ্গ উদ্ভিত করলো এখনি ।
 দেখলো চাহিয়া নাহিক রঞ্জনী ॥
 কথায় কথায় নানা রঙ্গ রসে ।
 কতু উঠে রসরাজ কতু বসে ॥
 হাসিছে খেলিছে নাগরী নাগরে ।
 শশধর গেল আস্ত গিরিপরে ॥
 জানে না ঘটনা কি ঘটবে পরে ।
 দুজনে মাতিয়া প্রেম রস ভরে ॥
 উদ্ভিত ভাস্কর প্রভাত কামিনী ।
 প্রমাদ মনেতে গণিছে কামিনী ॥
 কেননে রাখিব তোমারে যতনে ।
 নাথ হে মরি হে দুজনে জীবনে ॥
 তুমি পণ্ডিত হে বল নারিক করি ।
 করহে উপায় এবে কিসে করি ॥
 আমি প্রাণোমরি তাহে কতি নাই ।
 তোমার কারণে সদত ডরাই ॥
 আসিবে জননী দেখিবে অমনি ।
 আমি নাথ প্রাণ ত্যজিব তখনি ॥

সহিতে নারিব গালি দিবে মোরে ।
 আমি থাকিব বঁধু মরমে মোরে ॥
 দিক্ রে জামিনী প্রভাত হইলে ।
 সুখ দিয়া পরে শঙ্কটে ফেলিলে ॥
 জারে হেরে ছিলাম সুখ-সাগরে ।
 সে জনে এখন লয়ে যাবে ঘরে ॥
 কেমনে দেখিব জাহার এগতি ।
 তুমি আমার বঁধু হে গতি মতি ॥
 মজিলে পিরীতে নাহি থাকে জ্ঞান ।
 ভাবিয়া কি কাথ গিশি অনশান ॥
 কহে পক্ষী রাজকন্য ভৌতিক হে ।
 উপায় কি কর রসসাগর হে ॥

কামিনীর আক্ষেপ ।

প্রভাতে উঠিয়া ধনী গনিছে প্রমাদ ।
 হায় বিধি এ কি হেরি হরিষে বিনাদ ॥
 কেমনে জননী পাশে দহিব গঞ্জনা ।
 কিস্করীরে রূপা কর করালবসনা ॥
 প্রমোদায় প্রাণ যায় করি কি উপায় ।
 কাতরে বিপদে মোরে তুমি রাখ পায় ॥
 বহুকষ্টে গুণনিধি দিয়াছিলে মোরে ।
 তুংহি তারা দুঃখ হরা পুনঃ নিলে হরে ॥
 এখন আমার ভাগ্যে ঘটেছে অঞ্জাল ।
 হর দুঃখ পক্ষ মুখ তুমি মহাকাল ॥
 পিতার কোপেতে আজি যায় হে জীবন ।
 কোথা হে পাণ্ডব নাথ শ্রীমধুসূদন ॥

লাজে মরি সাদা ডরি কি হবে দুর্গতি ।
 লজ্জা রাখ দীননাথ অখিলের পতি ॥
 দিবে গালি মুখে কালি যত পুরবাসি ।
 ভেজ না বিপদে হরি নাশ দুঃখ আসি ॥
 পড়েছি অকুলে এবে ভেবে প্রাণ যায় ।
 দীনবন্ধু কৃপাময় বাঁচাও আমায় ॥
 না বুঝে করেছি কায এখন কি হবে ।
 পুণ লক্ষ সনাতন মানুস্কল হবে ॥
 কহ নাথ প্রাণনাথ রমের সাগর ।
 কেমনে যাইবে নাথ বল স্থানান্তর ॥
 হারেতে প্রহরি গণ আছে কত জনা ।
 দিনসে নারিবে যেতে সাজিয়া অঙ্গনা ॥
 মণীপাল তুল্য কাল শুন হে রাজন ।
 অনর্থের হেতু নাথ পাত্র মিত্র গণ ॥
 হার বিধি তুমি বানি কেলিলে বিপদে ।
 হারালে তোমারে নাথ কি কায সম্পদে ॥
 তুমি নম খন প্রাণ তুমি হে নাকলি ।
 ভাল মন্দ তোমা বই আর কারে বলি ॥
 দেখিলে তোমার দুঃখ ত্যজিব জীবন ।
 তোমার মরণে নাথ আমার মরণ ॥
 তোমার সুখেতে আনি ছিনু বড় দুখী ।
 তোমার লাগিয়া ভেবে হয়েছি অসুখী ॥
 হেরিতে তোমার হাসি সদা ভাল বাসি ।
 প্রাণের সহিত নাথ সদা ভাল বাসি ॥
 শিয়রে শয়ন ভুল্য হেরি যে ঘটনা ।
 কেমনে হইব পার উপায় বজনা ॥

অনঙ্গ নামেতে নামী হল উপনীত ।
 কুমদে হেরিয়া ধনী ভাবে চমকিত ॥
 মনে মনে ভাবে ধনী এ আর কেমন ।
 পক্ষ প্রবেশিতে নারে যাহার ভবন ॥
 কেমনে আইল হেথা করে কি উপায় ।
 একথা কহিগে গিয়া রাগিরে রাজ্যায় ॥
 পাশ্চাতে যাইবে প্রাণ শুনিলে ভূপাল ।
 এবে যাই চলে আগে কহিতে এহান ॥
 তাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ পদ রাঙ্করু ভনে ।
 ধনঙ্গমুঞ্জরী চলে নৃপের সমনে ॥

অনঙ্গ মুঞ্জরির রাণীর নিকটে গমন ।
 অনঙ্গ মুঞ্জরী ধনী ঢালিল তথনি ।
 উপনীত হ'লো যথা নৃপের রমণী ॥
 করযোড়ে কর গিয়া নবিশেষ বাণী ।
 নিবেদন অবধান কর মাগে রাণী ॥
 কহিবারে বাসি লাজ না কহিলে নয় ।
 কোন ভূমি নহি আমি দিও পদাশ্রয় ॥
 ঘটেছে প্রমাদ বড় তব তনয়ার :
 দুজনে মরিল আজি কোপেতে রাজার ॥
 ভুবনমোহন এক নবীন নাগর ।
 রহেছে মহিষী তার গৃহের ভিতর ॥
 তাহারে লইয়ে রক্ষে আছেন মুন্দরী ।
 কহিবারে আইলাম স্বীয় মনে ডরি ॥
 সত্য কিবা মিথ্যা ইহা চল গো দেখিবে ।
 মিথ্যা যদি হয় তবে প্রতিকল দিবে ॥

আমি গো তোমার দাসী হিত অভিলাষী ।
 প্রমাদ ঘটনা দেখি কহিলাম আমি ॥
 কি করে কেমনে এলো অন্দর মহলে ।
 ভাবিয়া না পাই টের ভাসি নেত্র জলে ॥
 মল্লিকে মালতী যে গো আছে ছুই দাসী ।
 অনর্থের হেতু তারা ছুই পুণ্য নাশি ॥
 লক্ষ লক্ষ জনে যার রক্ষা করে পুরী ।
 তাহ'র অন্দরে চুরি করিয়া চাতুরী ॥
 কেমন প্রহরিগণ কেমন কোটাল ।
 মরিলে পরাণে যবে শুনিবে ভূপাল ॥
 শুনিয়া দাসীর বানী মহিষী তখন ।
 গোপনে আড়ালে থাকি করে নিরঞ্জন ॥
 হেরিয়ে কোপেতে অলি ভাবিয়ে অন্তরে ।
 পাঠান দাসীরে ডাকিবারে নৃপনবরে ॥
 অনন্তমুঞ্জরী গিয়া নত করে শির ।
 দেখিয়া বনীরে চাহি জিজ্ঞাসেন ধীর ॥
 অনন্ত মুঞ্জরী কণ্ড কিসের কারনে ।
 কি লাগিয়া দাড়াইয়া আমার সদনে ॥
 অবধান ক্ষতিনাথ অধিনীর বানী ।
 মোরে পাঠালেন তব আছে মহারানী ॥
 বারেক অন্দরে যাত্রা করণ রাজন ।
 মোরে পাঠালেন হেথা তাহারি কারণ ॥
 চলিলেন নরবর অন্দর মহলে ।
 উপনীত মহিষীর পাশে কুতুহলে ॥
 রাজকুমার ভাবি কুমার রচিল পয়ার ।
 ভরসা কেবল হরি চরণ তোমার ॥

পর্যায় ।

মোহিনীর রাজার প্রতি ভৎসনা ।
 করছে কোটালগণ নিকটে হাজির ।
 আহমেশে কোটালগণে আনায় নাজির ॥
 তুমি ওহে রাজ্যেশ্বর কব কি কৌতুক ।
 বাণ্ড নাথ দেখ গিয়া জামতার মুখ ॥
 নাহি দিলে কামিনীর বিভা হে রাজন ।
 কলঙ্কে পুরিল রাজ্য কি কর এখন ॥
 কৈত নৃপসুত এলো বিভা করিবারে ।
 কেন নাহি দিলে বিভা কি কাহ বিচারে ॥
 এখন হইল ভাল বদন উজ্জ্বল ।
 তোমার বি দোষ মম মরণ সঙ্কল ॥
 আইবড় সূতা বাশে বিভা নাহি দিলে ।
 কামিনীর পানে নাথ চায়ে না দেখিলে ॥
 যেমন করিলে কর্ম্ম প্রতিফল তার ।
 গর্ভ খর্ব্ব হলো নাথ গেস অহঙ্কার ॥
 এখন কেমন করে দেখাবে বদন ।
 উজ্জ শীর হল খেট নৃপ হে এখন ॥
 নিম্নলঙ্ক কুলে কালি দিলে হে কুমারী ।
 কেমন প্রহরিগণ বর্ণিবারে নারি ॥
 লক্ষ লক্ষ জনে ধার রক্ষাকরে পুরী ।
 কি কব অধিক তার অশ্মরেতে চুরি ॥
 কেমন কোটাল তব প্রহরি সকল ।
 পেট মোটা খুলে খায় তরুরের দল ॥
 শুনিয়া রাণীর বাণী ক্রোধেতে রাজন ।
 তরুণ অরুণ ভূলা হলো সুলোচন ॥

নাজিরে ডাকিরে রান কন সবিশেষ ।
 কোটাল চোরের দল লুটে থান দেশ ॥
 কর হে কোটালগণে নিকটে হাজির ।
 আদেশে কোটালগণে আনয়ে নাজির ।
 মহীপাল যেন কাল ক্রোধেতে কাঁপিছে ।
 পাছুকার চোটে কার প্রাণ বা ফাটিছে ॥
 লাথি চর কিল কার বক্ষেতে পাবাণ ।
 গার খেয়ে কেহ বলে যায় যার প্রাণ ॥
 আমার অন্দরে তুরি নিমক হালাল ।
 চোর ধরে এনে তবে খুচাও অঞ্জাল ॥
 কামিনীর নামে চোর আছে লুকাইয়া ।
 তুরিত আনরে চোরে করে রজু দিয়া ॥
 হে গরু রাজকুমার রচিয়ে পরার ।
 ভরনা কেবল হরি চরণ তোমার ॥

কামিনীর প্রতি মহাবীর ভৎসনা ।
 ওলো কুল কলঙ্কিনী, কেন হয়ে নিসঙ্কিনী,
 গোপনেতে করিলি এ কায ।
 করি গরল ভক্ষণ, ছিল মঙ্গল মরণ,
 মহারাজে শেবে দিলি লাজ ।
 ওলো কাল মুখী, হলি চির দিন দুঃখী,
 ধিক ধিক তোরে পূর্ণ নাশি ।
 হয়ে আমার দুহিতা, হলি চোরের বনিতা,
 তোরে শিখাইবে নৃপ আশি ॥
 এই আমার পুরিতে, নারে পক্ষ প্রবেশিতে,
 তারে আনিলি কেমন করে ।

কুম্ভ কামিনী ।

কেন মোরে না কহিলি, শেষে আপনি মজিলি,
এখন সে জন প্রাণে মরে ॥

তোমার কি হবে গতি, কিবা করে নরপতি,
তার কোথে হারাবে জীবন ।

ছিল বড় মনে সাধ, বিভা দিব করে সাধ,
সে সাধ হইল অকারণ ॥

তুই দাসী কহিছে, রাণী কোথেতে অলিছে,
তোরা তোরে রংঙ্গের রঙ্গিনী ।

বল ইহার কাহিনী, ওরে কেমনে কামিনী,
আনিত মো প্রত্যহ যামিনী ॥

কহে দাসী তুই জনে, অতি বিনয় বচনে,
এর কহি শুন বিবরণ ।

যবে ঐ গুণাকর, আশিল তব নগর,
মোরা আগে দেখিছু তখন ॥

কত কুদাম সাগরে, দেখেছিছু ঐ নাগরে,
বশে থাকিতে গো তরুতলে ।

তুই মাত্র মোরা জানি, বিচার কর মা রাণী,
বাসে চলে যাই নিশি হলে ॥

কাহ ইহার কাহিনী, জানে বিমলা তাঁতিনী,
নিভ্য আসিত যামিনী কালে ।

মোরা ভড়ি গো কহিতে, সাসা উহার বাটীতে,
শুনি রাণী কহেন ভূপালে ॥

শুন হে পুণ্যের সেতু, বিমলা ইহার হেতু,
তাহারে আনিলে হেথা ভূপ ।

পাইবে সব সন্ধান, জানিবে কার সন্ধান,
সে জানে নাথ বিশেষ রূপ ॥

কবি রাজকৃষ্ণ কর, কোথা হরি দয়াময়,
দীননাথ দীনে রূপা কর ।
ভূমি সংসারের সার, জগতের মূলধার,
দয়াময় বাঞ্ছা পূর্ণ কর ॥

রাজার কোটালগণের প্রতি আদেশ ।

পর্যায় ।

নূপের আদেশে সাজে যতক কোটাল ।
করে নিল নানা অস্ত্র ঢাল তরোয়াল ॥
কোটালের পদতরে কাঁপিছে নগর ।
চোর ধরিবারে বায় অস্ত্র ভিতর ॥
চলিল কোটালগণ কামিনীর বানে ।
দেখিল কুমদ রায়ে কামিনীর পাশে ॥
কুমদার গিয়ে তার ধরিলেক করে ।
বাধিয়ে যুগল করে লয়ে যায় ধরে ॥
কেহ মারে গায়ে ছরি কেহ মারে চড় ।
কুমদমোহন ভাবে হইয়ে কাঁকর ॥
চোর ধরি লয়ে গেল নাজির সদনে ।
নাজির হাজির করে নূপের সদনে ॥
চলো মহা কোলাহল কাস্তিপ নগরে ।
কুমদ কামিনীরে ভাবিছেন অন্তরে ॥
নাজির কহিছে চোর কোথায় আলয় ।
কিবা নাম হয় তোর কাহার তনয় ॥
কোথায় এখানে বাস কাহার ভবনে ।
কিবা জাতি বল বেটা থাকি কজননে ॥

জাননা কাহার বাটী মনে নাহি ভর ।
 বামন হরে চাও ধরিতে শশধর ॥
 রায় বলে মহাশয় মন নাহি স্থির ।
 হৃদয়েতে হেরি সদা কপ কামিনীর ॥
 সে আমার মন প্রাণ শুধাংশু বদনী ।
 অবিরত বাসে চিত্ত হেরিতে সে ধনী ॥
 রাজা বলে ছাড় বেটা মরিবি এখনি ।
 বিচারিয়ে কর ডগু ভূমি নৃপমনি ॥
 সুরাট নগরে বাস কহি পরিচয় ।
 সুরেশ্বর নৃপতির আমি গো জনয় ॥
 বন্ধুর বিচ্ছেদে আমি হইয়ে কাতর ।
 তেজে বাস করি বাস কানন ভিতর ॥
 বহু ভাগ্যে হেরি তথা এক যোগিবরে ।
 নিরবধি থাকে সেই কানন ভিতরে ॥
 তাহার মুখেতে শুনি তোমার কাহিনী ।
 বিচারে পণ্ডিত বড় তোমার নন্দিনী ॥
 বাসা আমার বিমলা তাঁতিনীর বাসে ।
 সেই ঘোরে মজাইল ফেলে এই কাঁশে ॥
 রায় বলে মর বেটা বড়ই সূজন ।
 কিছুই জাননা তুমি নৃপের নন্দন ॥
 চুরি করে কাটো কাল ওহে কুলাঙ্গার ।
 কোথায় কোটালগণ কররে সংহার ॥
 আঁধি চেয়ে কোটালেরে মানা করে রায় ।
 খাকা দিয়া স্বারি কারাগারে লয়ে যায় ॥
 দেখিয়ে কুমদের গতি ভেবে আশ্বাস ।
 রাজকৃষ্ণ ভাবি কৃষ্ণ করিল প্রকাশ ॥

কুমদ কামিনী ।

কামিনীর আক্ষেপ ।

পর্যায় ।

অকালে প্রলয় একি হেরে আগে মরি ।
কেন সখী অস্ত হলো বল বিভাবরি ॥
কিসেরি কারণে ধরা হইছে অধরা ।
কাহার নেত্রের জলে ভাষিতেছে ধরা ॥
ভাবি বুঝি নিশাকর পড়েছেন ধরা ।
কুমদিনী করে কেন হেরি অশী ধরা ॥
সেই ভয়ে প্রশ্নান করেছে সুধাকর ।
তাহার কারণে হলো উদয় ভাস্কর ॥
ধিকরে কামিনী আমি বলিবে তোমায়ে ।
তুমি যে সুকুম মম নারি বর্ণিবারে ॥
কি দোষে করিলে ক্রোধ আমার উপরে ।
ক্রোধভরে কুবাইলে কলঙ্ক-সাগরে ॥
সহে না সহে না ছুঃখ বাড়িছে যাতনা ।
জনয়ের ধন তার সহেনা যাতনা ॥
প্রেম সুখ তরুবারে প্রেমকল আশে ।
সতরঞ্জ করি খেলা মনেরি উল্লাসে ॥
তাহাতে বিপক্ষ নূপ হইল রজনী ।
নিশাকর যুদ্ধিবর হরে দিনমণি ॥
বিচ্ছেদ বিষাদ তার ছিল দুই করি ।
কলঙ্ক কুশল দুই পাশে দুই করি ॥
লাঞ্ছনা গঞ্জন দুই তাহার তুরঙ্গ ।
অষ্ট দূত অষ্ট তারা করিলেক রঙ্গ ॥
আনন্দ নৃপতি মম ছিলেন আনন্দে ।
বিচ্ছেদ মাতঙ্গ আসি কেলি নিরানন্দে ॥

কুমদ কামিনী ।

বৈধব্য মুক্তি ছিল বনে পরম কৌতুকে ।
বরে দল করে বল ভাষাইলেন দুঃখে ॥
মন প্রাণ ছুই করি ছিল মন রক্ষে ।
প্রাণেশ্বরের কাতরে পলায় জাতকে ॥
যুগল নেত্র যুগল তুরঙ্গ আমার ।
যুগল তুরঙ্গ আসি বিপক্ষ জনার ॥
অষ্ট অক্ষ অষ্ট বড়ে বহু কষ্ট পায় ।
ছুই তরি ছুই তনু তুরঙ্গ নজায় ॥
মহীপাল মুস্তিবর আসি ছুই জনে ।
কারাবদ্ধ করে রাখে তাপিত রাজনে ॥
বাহার কিস্তিতে মাত হইল জাতাত ।
কামিনী দাহিছে বনে শিরে দিয়ে হাত ॥
প্রাণনাশে ধরিলেক জমাদার করে ।
তাঁহা দেখি কামিনীর কদম্ব বিদরে ॥
জননী আসিয়ে কত দিতেছে গঞ্জনা ।
আছে মৃদুমাণে বসি সুধাংশু বদনা ॥
জীবন যৌবন ধন যে জন আমার ।
পায়ে বেড়ি গায়ে দড়ি মারিছে তাহার ॥
কেমনে হেরিব বল তাহার দুর্গতি ।
দ্বিগুণ বচন জালা দিতেছে নৃপতি ॥
এ দুঃখ কহিব কায় খেদে প্রাণ যায় ।
আমার বোবার স্বপ্ন ব্যক্ত করা দায় ॥
কত লোকে বিভা করে কেবা মারে কারে ।
কেবা যায় তারে বল রাখে কারাগারে ॥
রামা গণ কর ধনী জাহা মরি মরি ।
কেমনে সোণার অঙ্গে মারিতেছে হাড়ি ॥

পাশে বেড়ি করে দড়ি দিয়াছে কেমনে ।
 সহেনা উহার দুঃখ সহেনা জীবনে ॥
 আমরা পরের দুঃখ সহিতে না পারি ।
 নাসে মন ডরে লগ্নে যাই বাস ছাড়ি ॥
 মহীপাল পূণ্য কাল করিছে গজ্ঞান ।
 তাহার কারণে তার সজল লোচন ॥
 নন দুঃখে হেট মুখে রয়েছেন রায় ।
 মলীন চন্দ্রাক্ষ যেন দীন হীন প্রায় ॥
 সাবাসি পিরীত তোর কি কব কোড়ুক ।
 তুমি হে সকলে পার দিতে সুখ দুঃখ ॥
 রূপা কর কৃষ্ণচন্দ্র রাখতে চরণে ।
 পয়ার প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ যোব তনে ॥

কামিনীর বিলাপ ও কুমদের চোর ধরা ।

আক্ষেপ উক্তি পয়ার ।

কুমদ পড়িল ধরা, কুমদ পড়িল ধরা,
 তাহা দেখি কামিনীরে নাহি ধাম ধরা ।
 ধনী করিছে রোদন, ধনী করিছে রোদন,
 নাথের দেখিয়া গতি করিছে রোদন ।
 হার একি হলো দাম, হার একি হলো দাম,
 তাহার লাগিয়া মম ভেবে প্রাণ যায় ।
 আর সহেনা যাতনা, আর সহেনা যাতনা,
 সহেনা আমার প্রাণে তাহার যাতনা ।
 আমি ত্যজিব এ প্রাণ, আমি ত্যজিব এ প্রাণ,
 সে আমার আমি তার সে আমার প্রাণ ।

কুমদ কামিনী ।

বল করি কি উপায়, বল করি কি উপায়,
 তাহার বিরহে মম ভেবে-প্রাণ যায় ।
 কোথা রৈলে রসময়, কোথা রৈলে রসময়,
 এ দাসীরে দেখা দাও এসে এক সময় ।
 তুমি গুণের সাগর, তুমি গুণের সাগর,
 তোমা বিনে কেহ নাহি অরিল ভিকর ।
 মন ধৈরজ না ধরে, মন ধৈরজ না ধরে,
 তাহার লাগিয়া প্রাণ সমস্ত বিদরে ।
 সদা চক্ষে বহে নীর, সদা চক্ষে বহে নীর,
 তাহার বিচ্ছেদে প্রাণ সমস্ত অশির ।
 আমি নারি যে সহিতে, আমি নারি যে সহিতে,
 আর মম মন নারে বাসে যে সহিতে ।
 সদা জ্বলে মনানল, সদা জ্বলে মনানল,
 কান্তি বিহনে আমার কে করে শীতল ।
 আমি তাহার উদ্দেশে, আমি তাহার উদ্দেশে,
 তেজে বাস মনোহুঃখে যাব অন্য দেশে ।
 মোর মরণ মঙ্গল, মোর মরণ মঙ্গল,
 রাজকৃষ্ণ কহে পঠি মরণ মঙ্গল ।

চোরের রাজ সভায় কথোপ কথন ।
 পাত্র বিজ্ঞ গণ কয় নৃপের সদন ।
 অনুভবে বুঝি চোর নৃপের নন্দন ॥
 বাক্যের ছটার জ্ঞান হয় জ্ঞানবাণ ।
 নৃপের জনম হবে হয় অনুমান ।
 শুনিয়া সবার বাণী কহেন নৃপতি ।
 চোরে আনিবারে পুনঃ কর অনুমতি ॥

কুমদ কামিনী ।

আজ্ঞা মাত্র চোরে আনিল কোটাল গণে ।
জিজ্ঞাসেন মহীপাল কুমদমোহনে ॥
সত্য করি বল বেটা কোথায় আশ্রয় ।
কীবা জাতি কার বেটাকীবা নাম হয় ॥
কোথা হতে এলি হেথা ছিলি কোন স্থানে ।
প্রকাশ করিয়া কহ সম সন্নিবানে ॥
তুমি যে নৃপের সূত জানিব কেমনে ।
নকর কীঙ্কর কেবা আছে তোর মনে ॥
কত দিন ছিলি তুই কানন ভিতর ।
কোথায় আছেন তোর দেখা যোগীবর ॥
সত্য যদি তুমি তারে না পারো দেখাতে ।
তোমার হইবে মৃত্যু কোটালের হাতে ॥
দেখাতে পারিলে তোরে কিছু না বলিব ।
জানিলে বিশেষ তোর তোরে ছেড়ে দিব ॥
বাঁচিবার আশা যদি কর বাছাবন ।
প্রকাশ করিয়া কহ আমার মনন ॥
বিমলার বাটীতে কি সত্য তোর বাণী ।
বধিব তখনি তোরে করিলে তামশী ॥
রায় বলে ক্ষতি নাথ তুমি দয়াময় ।
বধিলে বধিতে পার তুমি মহাশয় ॥
তুমি যদি কর দয়া তবে বাচি প্রাণে ।
কামিনীর রূপ হেরি আমি ব্যানে জানে ॥
শুনিলে আমার মৃত্যু সে ভাঙিবে প্রাণ ।
সে আমার আমি তার সে আমার প্রাণ ॥
শুনিয়া দ্বিগুণ মলে কান্দিপের পতি ।
আনরে বেটার মাথা কাটি শীঘ্রগতি ॥

কুমদ কামিনী ।

মরিলে জুড়াবে আগ সে মম মঙ্গল ।
তারে না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥
বিচার করিয়া দণ্ড কর নৃপমণি ।
আমারে বধিলে বিস্ত্র মরিবে সে ধনী ॥
ইহা বুঝে কর কায তুমি মহীপাল ।
কাটিল আমারে তব ঘটবে জঞ্জাল ॥
নৃপ বলে ওরে বেটা নাহি চিতে ভয় ।
কিঞ্চিৎ পরেতে দেখ কিবা শাস্তি হয় ॥
রাজকুমার ভাবি কুমারি রচিল পয়ার ।
কুমদমোহন রাগ কি ভয় তোমার ॥
পিরীতি করিতে গেলে সব মৈত্রে হয় ।
পাইবে কামিনী তুমি তোমার কি ভয় ॥

বিমলারে রাজনভাঙ্গ আনিতে রাজ্যের আদেশে
এ কোটালগণের গমন ।

ত্ৰিপদী ।

নৃপের আদেশ পেয়ে, চলে সবে ক্ষত হয়ে,
বিমলারে আনিতে কোটাল ।
উপনীত তার বাসে, নগর ঘেরি চারি পাশে,
নানামতে দেয় গালাগাল ॥
যত ভ্রবা ছিল তার, নিল আদেশে রাজ্যের,
বিমলার কি কব দুর্গতি ।
রামা বলে একি নাম, নিখাইব কহে রাম,
চল যাব যথায় নৃপতি ॥
কোন দোষে ছাি নই, মিথ্যা কথা নাহি কই,
কেন মোরে কহ কুবচন ।

কুমর কামিনী ।

ওরে গস্তানি কুটনী, কিছুই জাননা ধনী.

চল আগে নৃপের সদন ॥

যরে বাসা দিয়া চোরে, কথা কও পুনঃ ঘোরে,

লজ্জা নাই তোর পূর্ণ নাশি ।

নৃপের অশ্বরে চুরি, এ সব তোর চাতুরী,

যার জ্যেথ তোরে দিলে ফাঁসি ॥

আমি থাকি একাকিনী, নাহি আমার নন্দিনী,

কার করিছু কুটনীপণা ।

কার হুতা বধু কারে, দিছু মিলায়ে কাহারে,

মম আগে সহেনা যাতনা ॥

শালি নিলি বলে শালি, তোর মুখে দিব কালী,

কালী যদি হন সান্নকুল ।

থল যাবে তোর মুখ, দূরে যাবে মম হুঃখ,

তুমি ভারা সকলের সুল ॥

রক্ষ কর এ দানীরে, শাস্তি কর নৃপতির,

নতুবা মা যার গো কীবন ।

আগতে ভাবিলে মনে, রহিবে না যে গোপনে

উপায় কি করি গো এখন ॥

ধরিয়া মাগির কেশ, লাথি চল মারে শেষে,

লরে যায় রাজার সদনে ।

বিমলা জানিল মনে, ধরেছে বৃষ্টি সে জনে,

নৈলে কেন আসিবে ভবনে ॥

না বুঝে করেছি কায়, বধে বৃষ্টি মহারাজ,

প্রাণ যায় আজি পর দায় ।

ছলনে করিল মুখ, ঘটিল অশেষ দুঃখ,

এ দুঃখ কহিব আমি কায় ॥

কুমদ কামিনী ।

মরিলে জুড়াবে জাণ সে মম মঙ্গল ।
 তারে না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥
 বিচার করিয়া দণ্ড কর নৃপমণি ।
 আমারে বধিলে কিন্তু মরিবে সে ধনী ॥
 ইহা বুঝে কর কায তুমি মহীপাল ।
 কাটিলে আমারে তব ঘটবে জঞ্জাল ॥
 নৃপ বলে ওরে বেটা নাহি চিতে ভয় ।
 কিঞ্চিৎ পরেতে দেখ কিবা শাস্তি হয় ॥
 রাজকুমার ভাবি কুমার রচিল পয়ার ।
 কুমদমোহন রায় কি ভয় তোমার ॥
 পিরীতি করিতে গেলে সব নৈতে হয় ।
 পাইবে কামিনী তুমি তোমার কি ভয় ॥

বিমলারে রাজসভায় আনিতে রাজার আদেশে
 ও কোর্টালগণের গমন ।

ত্রিপদী ।

নৃপের আদেশ পেয়ে, চলে সবে দ্রুত হয়ে,
 বিমলারে আনিতে কোর্টাল ।
 উপনীত তার বাসে, নগর ঘেরি চারি পাশে,
 নানানতে দেয় গালাগাল ॥
 যত দ্রব্য ছিল তার, নিল আদেশে রাজার,
 বিমলার কি কব দুর্গতি ।
 রাসা বলে একি দায়, শিখাইব কহে রায়,
 চল যাব যথায় নৃপতি ॥
 কোন দোষে জীব নই, মিথ্যা কথা নাহি কই,
 কেন মোরে কহ কুবচন ।

কুমার কামিনী ।

২৫

ওরে গস্তানি কুটনী, কিছুই জানমা ধনী.

চল আগে নৃপের সদন ॥

ঘরে বাসা দিয়া চোরে, কথা কও পুনঃ ঘোরে,

লজ্জা নাই তোর পূর্ণ নাশি ।

নৃপের অঙ্গরে চুরি, এ সব তোর চাতুরী,

যায় ক্রোধ তোরে দিলে কাঁসি ॥

আমি থাকি একাকিনী, নাহি আমার নন্দিনী,

কার করিছু কুটনীপণা ।

কার স্তুতা বধু করে, দিছু মিলায়ে কাহারে.

যম আগে লহেনা যাতনা ॥

গালি দিলি বলে শালি, তোর মুখে দিব কালী,

কালী যদি হন মানুকুল ।

থনে যাবে তোর মুখ, দূরে যাবে মম দুঃখ,

তুমি তারা সকলের স্কুল ॥

রক্ষে কর এ দানীরে, শাস্তি কর নৃপতিরে,

নতুবা মা যার গো জীবন ।

আগেতে ভাবিলে মনে, রহিবে না যে গোপনে.

উপায় কি করি গো এখন ॥

ধরিয়া মাগির কেশে, লাথি চর মাংরে শেষে,

লরে যায় রাজার সদনে ।

বিনলা জানিল মনে, ধরেছে বুকি সে জনে,

নৈলে কেন আগিবে ভবনে ॥

না বুকে করেছি কাষ, বধে বুকি মহারাজ,

প্রাণ যায় আজি পর দায় ।

ছুজনে করিল সুখ, ঘটিল অশেষ দুঃখ,

এ দুঃখ কহিব আমি কসি ॥

কুমদ কামিনী ।

যাহা করেছিনু মনে, এবে তা হেরি নয়নে,
 ধন প্রাণে মজিনু এবার ।
 হায় বিধি তুমি বাদী, হয়েছি হে অপরাধী,
 রূপা করে কর হে উদ্ধার ॥
 ঠেকেছি বিষম দায়, এবে তাবি প্রাণ যায়,
 রূপাময় হরি রূপা কর ।
 রাজা কিবা করে দণ্ড, বুঝি করে প্রাণ দণ্ড,
 ভয়ে প্রাণ হলো অর অর ॥

বিমলারে নৈয়া কোটালগণের রাজসভায়
 উপনীত ।

পয়ার ।

বিমলারে আনিলেক নৃপের সভায় ।
 হেট মুখে কোপ দৃষ্টে চেয়ে দেখে রায় ॥
 জিজ্ঞাসেন মহীপাল কহরে তাঁতিনী ।
 কি জানিস তুই বেটী চোরের কাহিনী ॥
 তোর বাগেতে কিরে সত্য চোরের বাসা ।
 সত্য বল কর যদি বাঁচিবার আশা ॥
 কোথায় উহার বাস থাকে যত জনে ।
 তুরি করে কত দ্রব্য রেখেছে ভবনে ॥
 কার বেটী কিবা নাম কিবা জাতি হয় ।
 সত্য করি কহ মোরে তার পরিচয় ॥
 বিমলা কহিছে তুমি ধর্ম অবতার ।
 চোরের যা জানি কহি হুজুরে তোমার ॥
 শুনেছি উহার মুখে শুন হে রাজন ।
 সুরাট নামেতে রাজ্য কথায় ভবন ॥

কুমদ কামিনী ।

৫৫

কুমদমোহন নাম নৃপের ভনয় ।
মম বাসে বাসা ওর আশি আশি কর ॥
সুরেশচন্দ্র নৃপের উনি হে নন্দন ।
এই মাত্র মহীপাল জানি বিবরণ ॥
তর্জনে গর্জনে রায় কহিছে কসিয়া ।
কোথারে কোটাল রাখ কারাগারে নিয়া ॥
উহার বুকেতে দেহ চাপায়ে পাষণ ।
আজি কুটিনীরে তোর বধিব পরাণ ॥
কামিনীর বাসে চুরি তোমার ঘটনা ।
তোমায়ে কাটিলে মম পুরে যে বাসনা ॥
চোরেয়ে কেমন করে আনিলি যাসেতে ।
তার প্রতিকূল আজি দিব বিশেষেতে ॥
কেমনে করিলি কায মনে নাহি ভয় ।
বল বেটী কেবা তোরে দিয়াছে আশ্রয় ॥
কুমদ কহিছে আশি সহেনা যাতনা ।
তুমি তো ইহার হেতু যেনে কি জাননা ॥
আমার আশি গো তুমি কামিনীর মাসী ।
মিলাইয়া দিলে মোরে হইয়া হিতাশী ॥
তোমার কারণে মোর নাম হৈল চোর ।
চিত্তে নাহি বাস ডর পুনঃ কর জোর ॥
নিত্য নিশিতে আমার সাজায়ে রমণী ।
কামিনীর বাসে লয়ে যেতে তুমি ধনী ॥
এখন আমার প্রাণ চাহে যে তাহারে ।
না হেরে যে পাই দুঃখ জানাইব কারে ॥
বিমলা কহিছে জোখে লজ্জা নাহি তোর ।
বার লাগি করি চুরি সেই বলে চোর ॥

রাজকুমার কহে পশ্চি শুনলো তাঁকিনী ।

আমিত জানি রে ধনী তোমার কাহিনী ॥

কুমদের রাজার নিকটে আক্ষেপ ।

আক্ষেপ উক্তি পয়ার ।

কহি শুন মহারাজ, কহি শুন মহারাজ,

কেমা কর তুমি মোরে করেছি যে কায ।

তুমি ধর্মের সাগর, তুমি ধর্মের সাগর,

কাটিলে কাটিতে তুমি পার নৃপবর ।

আমি করেছি যে কায, আমি করেছি যে কায,

বধিলে আমারে ইথে পাবে তুমি লাজ ।

মোর মরণ মঙ্গল, মোর মরণ মঙ্গল,

তারে না পাইলে মোর জীবন বিকল ।

তারে হেরিতে বাসনা, তারে হেরিতে বাসনা,

না হেরে তাহার মনু বৈরজ ধরেনা ॥

অঙ্গ অলে যার খেদে, অঙ্গ অলে যার খেদ

দিবা নিশি অলে প্রাণ তাহার বিচ্ছেদে ।

আমি নারি যে সহিতে, আমি নারি যে সহিতে,

থেকে থেকে তার রূপ পড়ে যে মনেতে ।

মম চক্ষে বহে নীর, মম চক্ষে চহে নীর,

কামিনীর বিহনে প্রাণ হতেছে অস্থির ।

আমি তাহার কারণে, আমি তাহার কারণে,

নারী রূপে বাইতাম তাহার ভবনে ।

সে যে লইয়া আমার, সে যে লইয়া আমার,

করিত যতক রঙ্গ ভুলানে সবায় ।

আমি করেছি পণ, আমি করেছি পণ,
 হারালে বিহারে তারে লইব কঙ্কণ ।
 আমি হারিলে বিহারে, আমি হারিলে বিহারে;
 যতেক ভূষণ মম দিব যে তাহারে ॥
 সে যে বিহারে হারিল, সে যে বিহারে হারিল,
 হারিয়া বিহারে মোরে তুষিতে লাগিল ।
 কর বিচার নৃপতি, কর বিচার নৃপতি,
 বারেক আনিতে তারে কর অনুমতি ॥

রাজপুত্রের যোগির নিকটে গমন ।

পর্যায় ।

রাজা বলে শুন চোর কোথা যোগীবর ।
 যাও ভূমি আনিবারে কানন ভিতর ॥
 তারে না দেখালে তোর বধিব জীবন ।
 নৃপের আদেশে রায় করেন গমন ॥
 সঙ্গে দিল নরবর যতেক কোটাল ।
 আগে আগে চলে যেন কালান্তক কাল ॥
 পশ্চাতে রাখিয়া যায় কত কত দেশ ।
 কানন ভিতরে হল উপনীত শেষ ॥
 তাবেন কুমদ রায় কামিনীর রূপ ।
 দেখিল তথায় এক মৃগ অপকৃপ ॥
 সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ অতি মনোহর ।
 কপেতে করেছে আলো বনের ভিতর ॥
 যতেক কোটালগণ পথের স্রমেতে ।
 নিদ্রা যায় অকাতরে তথা সকলেতে ॥

কুমদ কামিনী ।

কুরঙ্গ করিছে রঙ্গ দেখিছে রাজান ।
 ভাবিছে এমন মৃগ না দেখি কখন ॥
 কখন কুরঙ্গ হয় যোড়শী কপমী ।
 কখন করিছে রঙ্গ করে লয়ে অশী ॥
 তাহা দেখি নৃপস্থত ভাবেন অন্তরে ।
 কছু নিকটে আসি কুরঙ্গ রঙ্গ করে ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া রায় না পান সন্ধান ।
 উচিত এখান হতে করিতে প্রস্থান ॥
 উঠিল কোটালগণ পলায় কুরঙ্গ ।
 দেখহ কোটালগণ কুরঙ্গের রঙ্গ ॥
 কুমদের বাণী শুনি দেখিছে সকলে ।
 না পায় দেখিতে মৃগ যার গবে চলে ॥
 রায় বলে একি হেরি কাননেতে রঙ্গ ।
 দেখিলাম আজি আমি স্বর্ণের কুরঙ্গ ॥
 নিশাচরী হবে বুঝি হয় অনুমান ।
 ছরায় উচিত হয় ত্যজিতে এ স্থান ॥
 বলেছিল যোগীবর মোরে যে বচন ।
 সেই বাক্য আজি মোর হল হে স্মরণ ॥
 আগেতে তাহার বাণী করিনে প্রত্যয় ।
 দেখিলাম তাহা আমি অসম্ভব নয় ॥
 এইরূপে এতাইয়া কত কত স্থান ।
 উপনীত হল শেষে যোগী সন্নিধান ॥
 পূৰ্ব্বমত যোগীবর আছেন যোগেতে ।
 দেখিয়া কুমদ রায় ভাসেন সুখেতে ॥
 যতক কোটালগণে নত করে গীর ।
 ইজিতে বসিতে গবে কহিলেন ধীর ॥

কুমারমোহন রাস করিল প্রণাম ।
 রূপা কর যেন হয় পূর্ণ মনকাম ॥
 দেখিয়া কোটালগণ করে অনুমান ।
 সামান্যত নর যোগী এই হয় জ্ঞান ॥
 ইহার কাছেতে পাব এর পরিচয় ।
 জানে যোগীবর হবে যথার আলয় ॥
 কেহ বলে দেবতা গন্ধর্ব কিবা নর ।
 এইরূপে অনুমান করে পরস্পর ॥
 পিরীতের না পায়ে অস্ত শাস্ত করি মন ।
 রাজকুমার ভাবে কুমার হৃদে সর্গকণ ॥

যোগীর সহিত কুমারের কথোপকথন ।
 ধ্যান হতে উঠি যোগী কহেন রাজনে ।
 পুনঃ বাছা তুমি হেথা এলে কি কারণে ॥
 এত দিন কোথা ছিলে কহ বিবরণ ।
 কি কারণ হেরি এত বিরস বদন ॥
 সবিশেষ বিচরিত্ত শুনিতে বাসনা ।
 প্রবঞ্চনা মোরে বাছা করোনা করোনা ॥
 তোমার মঙ্গলে হয় আমার মঙ্গল ।
 শুনিলে তোমার দুঃখ নেত্র বহে জল ॥
 কি কব তোমারে আমি যত ভাল বাসি ।
 হেরিতে তোমারে বাছা সদা অভিলাষী ॥
 কান্তিপুর নগরে করে ছিলে কি গমন ।
 কহ শুন চন্দ্রচূড় কেমন রাজন ॥
 হেরেহ নরনে কি গো তাহার নন্দিনী ।
 কেমন প্রণয়ী কহ কুমারী কামিনী ॥

বিভা কি হরেছে তার কুমদমোহন ।
 বিচারে জিনিয়া তারে নিলে কোন জন ॥
 রায় বলে মহাশয় কর অবধান ।
 বিবরিয়া কহি শুন তব সম্মিধান ॥
 এত দিন হিলাম গো কাঞ্চিপ নগরে ।
 বাসা করি থাকিতাম বিমলার ঘরে ॥
 সেই মিলাইয়া দিল নৃপের কুমারী ।
 তাহার বিরহ জালা সহিতে না পারি ॥
 কামিনীর রূপ আমি ছেরি যে নিরত ।
 না হেরে তাহারে প্রাণ হলো ওষ্ঠাগত ॥
 ঘাইতাম নিশি যোগে নিত্য তার বাসে ।
 নারী বেশে থাকিতাম কামিনীর পাশে ॥
 এইরূপে নিত্য নিশি করিয়া যাপন ।
 প্রকাশিয়া কহি শুন দৈবের ঘটন ॥
 এক নিশি কুতূহলে মাতিয়া তরঙ্গে ।
 ছুজনে হিলাম মোরা কোড়ুক তরঙ্গে ॥
 সুখ নিশি পোহাইল দুঃখ রবি আমি ।
 কুউদিত নৃপ বাসে লয়ে দুঃখ রাশি ॥
 কলঙ্ক কিরণে তার আচ্ছাদিত করে ।
 ছুজনায় ডুবাইল কলঙ্ক সাগরে ॥
 অনঙ্গবৃক্ষেরী যে রবির রাহুগ্রহ ।
 তাহার গ্রহণে রায় দিলেন নিগ্রহ ॥
 জমাদার করে হল ধরিলেক করে ।
 বাঁধিয়া যুগল করে লক্কৈ গেল ধরে ॥
 না জানি এমন হবে দৈবের ঘটনা ।
 কোটালের কটু গালি না হয় বর্ণনা ॥

যে যাতনা সহেছি গো কব কি কৌতুক ।
 শরনে সপনে মনে পড়ে তার মুখ ॥
 অতএব কৃপাময় হও সারুকুল ।
 কৃপা করে তুমি মোরে যদি যাও কুল ॥
 তা হলে বাঁচিবে প্রাণ পাব পরিজ্ঞান ।
 নতুবা ভূপতি মোর বধিবেক প্রাণ ॥
 তব তুল্য মৈত্র মম নাহিক সংসারে ।
 এবার বিপদে তুমি বাঁচাও আমারে ॥
 নৃপের আলয়ে চল তুমি কৃপা করি ।
 নাহি যদি যাও তবে আমি প্রাণে মরি ॥
 শুনিয়া কহেন যোগী ভেবনা রাজন ।
 তব গালি যায় যদি আমার জীবন ॥
 তথাপি তোমারে কেহ নাড়িবে বধিতে ।
 হবেনা হবেনা রায় যাতনা সহিতে ॥
 সুচাইব তব হুঃখ যাইব আপনি ।
 কামিনী পাইবে তুমি শুন গুণমণি ॥
 নিশ্চয় জানিও ইহা নাহি কর ভর ।
 অবশ্য যাইব আমি কান্তিপ নগর ॥
 রুদরে কৃষ্ণের পদ ভাবি মনে মনে ।
 *পরার প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ ঘোষ ভনে ॥

কুমদের সহিত যোগীর রাজ সভার উপনীত ।
 কুমদের বিনয়েতে তুষ্ট যোগীবর ।
 বলে বাছা চল যাই কান্তিপ নগর ॥
 স্নাত সম জাল বাসি তোমারে রাজন ।
 শুনিয়া তোমার হুঃখ বিষাদিত মন ॥

কুমদ কহিছে প্রভু তুমি দয়াময় ।
 বিপদে পড়িলে তুমি দিও পদাশ্রয় ॥
 এড়াইয়া কত স্থান শেষে যোগীবর ।
 উপনীত হল গিয়া কান্তিপ নগর ॥
 কুমদে কহেন যোগী শুন বাছাধন ।
 কোথায় নৃপের বাস কহ বিবরণ ॥
 রায় বলে মহাশয় কিঞ্চিৎ দূরেতে ।
 নৃপের চিড়িয়াখানা ইহার পরেতে ॥
 তাহার ভিতরে আছে যতেক বিহঙ্গ ।
 বন যন্ত আছে কত ভুজঙ্গ কুরঙ্গ ॥
 তাহার পশ্চাতে ধীর নৃপের আলয় ।
 অতুলনা সেই পুরী তুলনা না হয় ॥
 চারি পাশে গড় তার অতি মনোহর ।
 তথায় থাকেন নৃপ শুন গুণাকর ॥
 উপনীত হন যোগী নৃপের সভায় ।
 মহা সমাদরে রায় সভাতে বসায় ॥
 সভাস্থ সকল লোক নত করে শির ।
 যোগী কন থাক সুখে পাশে নৃপতির ॥
 হরিষে হরহে কাল এই বাঞ্ছা করি ।
 পর সুখে সুখী আমি পর হুঃখে মরি ॥
 আজি বড় শুভ দিন কহেন রাজন ।
 বুড়াল ভাপিত প্রাণ হেরে জীচরণ ॥
 সদত বাসনা পদ হেরি গো নিয়ত ।
 রূপাকর যোগীবর আমি জ্ঞান হত ॥
 আর এক নিবেদন করি সন্নিধানে ।
 চোরের কি নাম হয় বাস কোন স্থানে ।

কিবা জাতি কার যেটা জানেন বিশেষ ।
 কাটিলে উহারে দুঃখ নাহি হয় শেষ ॥
 যে কর্ম করেছি মোর না হয় বর্ণনা ।
 আমার অন্দরে চুরি করিয়া ছলনা ॥
 শিখাইতাম উহারে করি কি উপায় ।
 নাচারে পড়েছি প্রভু ভেবে প্রাণ যায় ॥
 কলঙ্ক বুচাতে গিয়া কলঙ্ক কিনিব ।
 হৃদয়ের ধন তার দুঃখ কি দেখিব ॥
 কেমনে সহিব বল হইয়া নির্ভুর ।
 ক্রোধেতে কাপিছে অঙ্গ জনক ঠাকুর ॥
 কেন বা না কহি মোরে করিলে এ কায় ।
 ইহাতে কাটিলে ওরে নাহি কোন লাজ ॥
 যে যেমন কর্ম করে তার দণ্ড আছে ।
 ক্রোধেতে করিয়া কর্ম পড়াইব পাছে ॥
 কর্ম দোষে নিজ নাম হীন অভিশয় ।
 আপন ক্লার্যেতে জেষ্ঠ ব্যক্ত বিশ্বময় ॥
 যোগী কন শুন রায় কহি পরিচয় ।
 কুমদমোহন নাম সুরাট আলয় ॥
 সুরেশ্বর নৃপতির কনিষ্ঠ নন্দন ।
 বন্ধুর বিচ্ছেদে ইনি ভ্রাজিয়া ভবন ॥
 নিরাহারে অমিতেন কাননে কাননে ।
 দৈব যোগে উপনীত আমার সদনে ॥
 কহিরাহিলাম ওরে তোমার কাহিনী ।
 কামিনী নামেতে আছে তাহার নন্দিনী ॥
 বিচারে পণ্ডিত বড় নবিনে সে ধনী ।
 জিনিলে তোমারে তারে দিবে নৃপমণি ॥

কুমদ কামিনী ।

কান্তিপ নগরে বাস কুবিখ্যাত নাম ।
 তাহার সভাতে তুমি যাও গুণ ধাম ॥
 বিচারে হইবে অন্ন নৃপের সভায় ।
 সুভাসনে দিবে বিভা চন্দ্রচূড় রায় ॥
 কিছু দিন থাকি তথা যাবে নিজ বাসে ।
 পাঠায়েছিলাম আমি এই অভিলাষে ॥
 পরম পণ্ডিত রায় কুমদমোহন ।
 তব শুভাসনে বিভা দাও হেরাজন ॥
 ইহাতে নাহিক লাজ নৃপের তনয় ।
 উহারে কামিনী দিতে উপযুক্ত হয় ॥
 গোপনে করেছে কায না কহি তোমারে ।
 এই মাত্র দোষ নৃপ ক্ষমহে উহারে ॥
 জামতার যজ্ঞ বটে চায়ে দেখ রায় ।
 নাহিক তনয়া মোর কি করি উপায় ॥
 আহা মরি কিবা হানি না দেখি স্বরূপ ।
 কুমদমোহনে কন্যা দান কর ভূপনা
 রাজা বলে মহাশয় করি নিবেদন ।
 ক্রোধ আসি সদা মোরে কর বিবারণ ॥
 আপনার বাক্য আমি লজ্জিতে না পারি ।
 অবশ্য কুমদে আমি দিব হে কুমারী ॥
 কুমদমোহনে রায় কহেন যতনে ।
 কেনবা করিলে তুমি না কহে গোপনে ॥
 নিজ দোষে পেলে তুমি তার প্রতিকল ।
 কুমদ কহিছে প্রভু সে মম মঙ্গল ॥
 বারেক হেরিলে তারে ছুঃখ দূরে যাবে ।
 সে যে প্রাণাধিক ধন আমারে সে পাবে ।

রাজকৃষ্ণ ভাবে কৃষ্ণ মদত অন্তরে ।

দীননাথ কর পার এ ডব সাগরে ॥

কুমদ কামিনীর রাজ্য কর্তৃক বিবাহ

যোগীর বচনে ভুষ্ক হইয়ে রাজন ।

কামিনীর বিবাহের করে আয়োজন ॥

পাত্র মিজগণে কম নিমন্ত্রিতে হবে ।

শুভ দিন শুভক্ষণে শুভকর্ম হবে ॥

রীতমিত আছে ঘাহা না করিলে নয় ।

শান্তিতে হরিজ্ঞা পরে দুজনায় হয় ॥

রামাগণ আসি সব হরিজ্ঞা মাধায় ।

পুলকে পূর্ণিত হলো হেবে দুজনায় ॥

এয়োগণ উল্লুধনি দেয় অবিরত ।

দুখ নিশি দুউদিত দুঃখ নিশি গত ॥

বিবাহের দিন স্থির হলো লগ্ন মতে ।

কন্যা দান মদীপাল করেন সে মতে ॥

নিমন্ত্রিতগণ আসি হলো উপনীত ।

দ্বিজগণে চিন্তা করে নৃপতির হিত ॥

পাত্র নিজগণ আসি যতেক আশাত্য ।

সভাস্থ হইল সব হইয়ে কৃতার্থ ॥

নানা শাস্ত্রে বাজিতেছে বিবিধ বাজনা ।

কালয়াত গুণিগণ কত শত জনা ॥

বাজিকর বাজী করে অতি চমৎকার ।

সে কথা কহিতে গেলে বর্ণিতে অপার ॥

পুরোহিত মন্ত্র বলে শাস্ত্রের বচন ।

সম্প্রদান করে নৃপ রজত কাঞ্চন ॥

বিবাহ নিরীহ হলো পরে স্ত্রী আচার ।
 বাসর গৃহেতে যান নৃপের কুমার ॥
 যত পুরবাসীগণে করিছে কৌতুক ।
 দূরে গেল মন দুঃখ উথলিল সুখ ॥
 ছজন্য মন দুঃখ ছিল যত মনে ।
 বিচ্ছেদ মিলন হলো শুভ সেইক্ষণে ॥
 জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত মিত্রগণ ।
 সুখেতে সকলে রাজ্য করণ ভোজন ॥
 ভোজনান্তে নিজ বাসে সবে যায় চলে ।
 ভূধরের যশ ব্যাখ্যা করিয়ে সকলে ॥
 কুমদিনী কুমদের উদ্দিতে হরিবে ।
 হেরিয়া যুগল নেত্রে হরিষে বরিষে ॥
 রামাগণ ভাৱাগণ রয়েছে ঘেরিয়া ।
 রতি রতি পতি যিনি যুড়ায় হেরিয়া ॥
 বাসর সুশয্যা করে সকলে যতনে ।
 হাস্ত পরিহাস্ত করে কুমদের সনে ॥
 সভাস্থ সকলগণ কামিনীর দল ।
 কামিনীর বাসে সবে করে কোলাহল ।
 পালঙ্ক উপরে বসে কুমদমোহন ।
 মহিষী আইল তথা করিতে বরণ ॥
 বরণ করিয়ে রাণী যান নিজ বাসে ।
 রামাগণ নৃপসুতে বিনয়ে সম্ভাষে ॥
 কামিনী কহিছে নাথ নাহি ছিল মনে ।
 পুনঃ মোর দেখা হবে আর তব সনে ॥
 নিম্নত নেত্রের নীরে বন্ধ ভেষে যেত ।
 তব লাগি করেছি জীবনান্ত ব্রত ॥

আশা বপ নীর আমি করিয়ে ভঞ্জন ।
 করেছি হে প্রাণনাথ জীবন ধারণ ॥
 কদম্বের চাঁদ তুমি হওহে উদয় ।
 তব অদর্শনে হেরি সব ক্লেশময় ॥
 আনন্দ কীরণে নাথ নাশ দুঃখরাশি ।
 আমি চকরিণী তব সুখা অভিলাষী ॥
 বাক্যের তরঙ্গে হল অরুণ উদয় ।
 সে যে সভা কবে শোভা বর্ণন না হয় ॥
 সুউদিত প্রভাকর লয়ে সুখ করে ।
 আনন্দেতে রামাঙ্গণ যান স্থানান্তরে ॥

কুমদ কামিনীর রহস্য ।

নাগর নাগরী দোহে বিচ্ছেদে মিলনে ।
 'মাতিল দ্বিগুণ সুখে চেয়ে সঙ্কোপনে ॥
 নিম্নত কিস্করীগণ কাছে নিযোজিত ।
 কুমদ ভাবিছে বানে যাইতে উচিত ॥
 কেমন আছেন মম জনক জননী ।
 মম লাগি কাঁদিতেছে দিবস রজনী ॥
 অতএব কহি প্রিয়ে যাইব আলয় ।
 চিত্তেতে নাহিক সুখ দুঃখ মাতিশয় ॥
 কামিনী কহিছে নাথ যাব তব সনে ।
 কিছু কাল থাকি হেথা যাইব দুজনে ॥
 এতদিন হিলে তুমি সদা মন দুঃখে ।
 এবে নাথ কিছু দিন থাক হেথা সুখে ॥
 রায় বলে রসবতী নারিব রহিতে ।
 ব্যাকুল হয়েহে প্রাণ না পারি থাকিতে ॥

নিতান্ত তোমার যদি থাকিতে বাসনা ।
 তবে মোরে বিধুমুখী করোনা হলনা ॥
 পুনর্বার আসি আমি যাইব লইয়া ।
 স্বরাস বিদায় কর রাজনে কহিয়া ॥
 ধনী বলে প্রাণনাথ এ আর কেমন ।
 কেমনে নির্ভূর হয়ে কহিলে বচন ॥
 তুমি মম ধন প্রাণ গুণের সাগর ।
 আমারে ত্যজিয়া যাবে সুরাট নগর ॥
 নাহি তব দয়া ধর্ম একি হেরি ধারা ।
 হেরিয়া তোমার ধারা নেত্রে বহে ধারা ॥
 তোমার কি ক্ষতি নাথ পাইবে নুতন ।
 আমার হইতে আর করিবে যতন ॥
 যে দুঃখ সে হবে মোর কব কি তোমারে ।
 তোমার মুড়াবে প্রাণ হেরিয়া তাহারে ॥
 কিন্তু অধিনীর প্রাণ নহে তব মত ।
 তোমা বিনে অন্য জনে নাহি মন রত ॥
 কহি শুন গুণনিধি যাবে নিকেতনে ।
 তবে মোরে কৃপা করে লয়ে যেও সনে ॥
 তব আদর্শনে আমি ত্যজিব জীবন ।
 নিম্নত বাঞ্ছিত চিত্ত হেরি সর্বকণ ॥
 পুরাতন হলে নাথ যতন কে করে ।
 নুতনে নুতনে সদা রাখে সমাদরে ॥
 প্রথম মিলন হলে যত সুখোদয় ।
 কিঞ্চিৎ পরেতে দেখে নাহি তত রয় ॥
 কুমদ কহিছে ধনী করনা হলনা ।
 রাজকুণ্ডে কর দয়া করাল বদনা ॥

কুমদমোহনের রাজার নিকটে স্বদেশে যাইবার
প্রার্থনা ।

প্রভাতে উঠিল নৃপ হরিষ অন্তরে ।
কুমদে বসান কাছে পরম আদরে ॥
গুরু পুরোহিত আমি সবার সন্মানে ।
জামতারে কল রায় বিনয় ঘটনে ॥
কিছু দিন থাক বাছি আমার নগরে ।
অন্তরের খন তুমি রাখিব অন্তরে ॥
কামিনীরে দিলে আমি পেয়েছি তোমারে ।
অন্তরে যেওনা কভু ভুলায়ে আমারে ॥
কুমদ কহিছে শুন করি নিবেদন ।
গত রজনীতে আমি দেখেছি সপন ॥
জনক জননী মম পড়ে ধরাগনে ।
আবণের ধারা সম বহিছে নয়নে ॥
তাহার কারণে সন্না আছি মন দুঃখে ।
বাসনা যাইব বাসে পরম কৌতুকে ॥
বিদায় আমারে কর নৃপ মহাশয় ।
অর অর কলেবর কর্তি গাতিশয় ॥
বহুদিন হল আমি তেজে আমি বাস ।
কানন ভিতরে গিয়া থাকি অক্ট মাস ॥
তথা হতে তব বাসে আছি কিছু কাল ।
স্বয়ং বিদায় দেহ মোরে মহীপাল ॥
নিভান্ত যাইব বাসে করেছি বাসনা ।
যে দুঃখ পেতেছি প্রাণে না হয় বর্ণনা ॥
রায় বলে বাছাধন শান্ত কর মন ।
তাহার কারণ কেন এত উচাটন ॥

দৈবের ঘটনা যাহা হয়েছে ঘটনা ।

ক্ষমিবে আমারে তুমি তা ভাবি তেজনা ॥

এই সদা চিতে সাধ লোচন ভরিয়া ।

দিবা বিভাবরি হেরি সদনে রাখিয়া ।

কিঞ্চিৎ বিনয় কর আনায়ে আচার্য্য ।

বাসেতে যাত্রার দিবা করাইব ধার্য্য ॥

কোতয়াল চোপদার যতক আমার ।

রাখিয়ে আসিবে গিয়া আলয়ে তোমার ॥

রায় বলে মহাশয় কি কায কিস্তরে ।

কিঞ্চিৎ নাহিক ডর তব রূপা মোরে ॥

যাইব অনেক পথ এই সদা ডরি ।

ইহার কারণে চাহি দিতে হে প্রহরি ॥

সভাস্থ সকলগণে আদেশিল রায় ।

আনিবারে গৃহাচার্য্য তাহার সভায় ॥

আনিবারে চোপদার যতক চলিল ।

আনিয়া আচার্য্য সবে ছুজুরে ভেটিল ॥

নূপ কন গৃহাচার্য্য দিবা কর স্থির ।

জামতা যাবেন বাগে হয়েছে অস্থির ॥

শুভ দিনে শুভ ক্ষণ দেখে শুভ তারা ।

বিচারিয়া দেখে সবে কেবা কোথা তারা ॥

জ্যোতিষের মতে দিবা কর নিকপণ ।

যে যোগে করিলে যাত্রা অসাধ্য সাধন ॥

এমত দিবস দেখে করিয়া গণনা ।

যে যাত্রায় নাহি ঘটে বিপদ ঘটনা ॥

গৃহাচার্য্য কন নূপ করি নিবেদন ।

গত কল্য শুভদিন অতি শুভক্ষণ ॥

চন্দ্র তারা শুভ আছে উত্তম বাসর ।
 উক্ত দিবা কর স্থির তুমি নৃপবর ॥
 যাত্রার সুকল হবে শাস্ত্রের বচন ।
 উক্ত দিনে জামতারে পাঠাবে ভবন ॥
 অত্যন্ত উষাতে যাত্রা করিতে বিধান ।
 যেনা ইচ্ছা নরবর কর প্রমিধান ॥
 রাজকুমার ঘোষ ভনে রচিয়া পয়ার ।
 কুমদমোহন বাসে যাইবে এবার ॥

কামিনী মহিষ্ঠ কুমদমোহনের বিদায়
 সজা করি বসিলেন চন্দ্রচূড় রায় ।
 পাত্র মিত্রগণ আদি লইয়া সবার ॥
 কোত্তয়াল চোপদার কাতারে কাতার ।
 দণ্ডাইল সবে মেলি সদনে রাজার ॥
 নকিব কুকারে সদা হরিষ অন্তরে ।
 কোলাহল অরক্ষণি সকলেতে করে ॥
 পাত্র মিত্র গণে রায় কহেন তখন ।
 কুমদে ভাণ্ডার হতে দেহ বহু ধন ॥
 রত্নত কাঞ্চন আদি ভূষণ প্রবল ।
 কুমদমোহনে দিতে কহেন ভূগাল ॥
 আনিল কিস্কর গণে নৃপের আদেশে ।
 নিয়োজিল অবিরত বিশেষে বিশেষে ॥
 মল্লিকা মালতী দুই সঙ্কে দাসী দিল ।
 কুমদমোহন রায় ভূষিতে লাগিল ॥
 তুমি মর্ম ধন প্রাণ দেখ রেখ মনে ।
 তোমা সম কেহ নাই এতিন ভুবনে ॥

পুনঃ মম ধামে কবে হবে আগমন ।
 প্রকাশিয়া কহ শুনি নৃপের নন্দন ॥
 রায় বলে মহাশয় তোমার ভবন ।
 হেরিতে বাসনা সদা তব পদোদয় ॥
 প্রাণের অধিক মম কুমারী কামিনী ।
 যাহারে না হেরে তাবি দিবলে বাসিনী ॥
 তাহারে তোমারে বাছা করেছে আর্পণ ।
 দেখ রেখ গুণমণি আমার জীবন ॥
 করি অশ্ব আদি তরি দেবা ইচ্ছা হয় ।
 এল তুমি বাছা কিসে যাইবে আলয় ॥
 কুমদ কহেন নৃপ করি নিবেদন ।
 তরি আরোহণে বাসে করিব গমন ॥
 তা হলে স্বরায় উপনীত হব গিয়া ।
 নহেনা বিলম্ব দেহ সুদায়্য করিয়া ॥
 শুনিয়া কহেন নৃপ ডাকিলে কিঙ্করে ।
 নাবিক গণেয়ে যাও আন স্বরা করে ॥
 আজ্ঞা মাত্র দ্রুতগণ চলিল তখন ।
 আনিল নাবিক গণে নৃপের মদন ॥
 নৃপ কন কণ্ঠধারে আনিতে তরুণী ।
 জামতা বাসেতে মম যাবেন এখনি ॥
 সুরাট নগরে লয়ে যাইবে তথায় ।
 সাবধান করি তরি বাহিবে স্বরায় ॥
 কুমদ প্রণাম করে রাজ্যারে রাণীয়ে ।
 দুর্গা দুর্গা বলি জান বাটীর বাহিরে ॥
 কামিনীর করে ধরি মহিষী কহিছে ।
 অবিরত শত ধারা নরনে বহিছে ॥

কেমনে রহিব আমি না হেরে তোমারে ।
 জননী বলিয়া কেগো ডাকিবে আমারে ॥
 শূন্য পূরী করে মম যাইবে জননী ।
 মন ছুঃখে রব আমি দিবস রজনী ॥
 শুনিলে তোমার ধনী ভাষিতাম সুখে ।
 এবে যাবে চলে তুমি ভাসাইয়া ছুঃখে ॥
 অঙ্কের নয়ন তুমি দারিত্রের ধন ।
 রুদয়ের ধন তুমি অমূল্য রতন ॥
 বারেক না হেরিলে গণিতাম প্রমাদ ।
 এখন সে মাখে মম ঘটিল দিসাদ ॥
 কামিনী বিনয় করি করিছে রাগীরে ।
 ভাসিতেছে বিধুস্থখী নয়নের নীরে ॥
 ভেবনা জননী তুমি হওনা কাহর ।
 আসিব এখানে পুনঃ কিছু দিন পর ॥
 প্রবোধিয়া জননীরে নত করে শীর ।
 হর্ষ মনে যায় ধনী বাণীর বাহির ॥
 মহাপা হইতে দৌড়ে উঠিল তরিতে ।
 নৌকা বাহি গণে তরি খুলিল তুরিতে ॥
 বাহিতে লাগিল তরি দিবস রজনী ।
 অক্ট দিনে কাশীধামে পহুছিল তরণী ॥
 কর্ণধারে কন রায় হরিশ অস্তরে ।
 বাসনা হেরিব গিয়া দেব বিশ্বেসরে ॥
 এই স্থানে রাখ তরি শুন বাহা ধন ।
 কিছু দিন এই স্থানে করিব যাপন ॥
 কাশীধামে উপনীত নৃপের কুমার ।
 রাজকুমার ঘোষ কয় রচিয়া পমার ॥

কুমদ কামিনীর কানীধামে উপনীত ও মণি নাপিতিন

সহিত কুমদের সাক্ষাৎ ।

ভরি হতে নৃপ স্তম্ভ উঠিয়া সঙ্কর ।

হেরিবারে চলিলেন ধেব বিশ্বেশ্বর ॥

যুগলে যুগল রূপ করে দরশন ।

অমিতেছে কানীধামে বাসার কারণ ॥

কেনকালে নাপিতিনী আইল তথায় ।

হেরিয়া কুমদে ধনী বিনয়ে সুধায় ॥

কি কাষণ অমিতেছ হেরি হারে হারে ।

প্রকাশিয়া কহ মোরে তত্ত্ব কর কারে ॥

এদেশী নাহিক হবে করি অনুমান ।

অনুভাবে বুঝি তুমি ধনির সন্তান ॥

আমারে কহিলে পাবে সব সমাচার ।

কিবা আস কোথা বাস কহহে তোমার ॥

* কুমদ কহিছে শুন মম পরিচয় ।

কুমদমোহন নাম স্তরাটে আলয় ॥

অচ্ছ জানিয়াছি হেথা বাসা নাহি পাই ।

বাসার কারণে মোরা কিরি টাই টাই ॥

মিলাইয়া দেহ বাস করুণা প্রকাশি ।

আমি তব স্তম্ভ সম তুমি মম মানী ॥

মণি বলে গুণাকর তুমি ভাগ্যধর ।

রূপা করে চল যদি কিঞ্চিৎ অন্তর ॥

তা হলে পারিব নিতে উত্তম আলয় ।

তথায় করিতে বাস তব যোগ্য হয়না ।

তাহার দক্ষিণে হয় আমার ভবন ।

নিয়ত হেরিব আমি গিয়া চিত্রণ ॥

কুমদ কামিনী ।

কুমদ কহেন চল যাইব তথায় ।
কিছু দিন আছে আস থাকিতে হেথায় ॥
এই রূপে চলিলেন কুমদমোহন ।
মণির সঙ্কেতে জ্ঞান বাসার কারণ ॥
ধার্য করি তথা বাসা নৃপের কুমার ।
তুরিতে তরিতে জ্ঞান রায় পুনর্জার ॥
ভাঙ্কিয়া ন্যাবিক গগে কহেন সত্তর ।
তুলিতে সকল দ্রব্য স্থলের উপর ॥
জাঙ্কা মাত্র তুলিলেক নৌকা বাহিগণে ।
বাঙ্গাতে রাখিয়া এল দরুলে যতনে ॥
বজ্র ধন দিল সব তরিতে অস্তরে ।
যাইবারে শুন সব কাঙ্ক্ষিপ নগরে ॥
কোমরা মাজলে যাও নৃপের সদন ।
সবিশেষ বিবরণ কহিবে রাখিলে ॥
মজিল ন্যাবিক গণ খুলিয়া তরনী ।
বাহিতে লাগিল তরি দিবস রজনী ॥
কুমদ কামিনী মোখে হরষিত মনে ।
কানী ধানে করে বাস জানিলে দুজনে ॥
এক দিন নুতন মণির মন্দিরে ।
গিয়া ছিলেন দিবসে হেরিতে মণিরে ॥
দৈববোলে হেরিলেন এক চিত্রপট ।
যাহাতে মজিল মন কুমদের চৈটে ॥
রায় বলে ওগো মামী বল গো কাহিনী ।
এই পটে লেখা রূপ কাহার নন্দিনী ॥
মণি বলে বাছা ধন আছে তাতে লেখা ।
পড়িলে পশ্চাতে তার পরে পাবে দেখা ॥

কুমদ কামিনী ।

প্রেমের না পায়ে অন্ত ভাবি হরি সার ।

রাজকুমার ঘোষ কয় রচিয়া পয়ার ॥

কুমদের আক্ষেপ ও মণির কিশোরীর নিকটে

কুমদের পরিচয় ।

পয়ার ।

চিত্র পটে হেরে চিত্র হতেছে অস্থির ।

সেই রূপ হলে মনে নেত্রে বহে নীর ॥

সেই মুখ হেরিবারে সদত কামনা ।

রূপা করি সেহ দেখা সুখাংশু বদনা ॥

মণিরে কহেন রায় কহ বিবরণ ।

কায় চিত্র পট করিলাম দরশন ॥

মণি বলে নিবেদন করি নৃপবর ।

ইন্দ্রকান্ত নামে আছে এক মনাগর ॥

আহার নন্দিনী এই দেখে গুণমণি ।

রমণীর শীরোমণি সে চাঁদবদনী ॥

সেই ধরা যামে ধন্য হবে যেই পতি ।

কত সুখে সেই জন ভুঞ্জিবেক রতি ॥

নাম তার কিশোরী সে পরমা রূপসী ।

তার রূপ হেরে শশী ভুনে পরে খসি ॥

সেইরূপ বারেক যে হেরেছে নয়নে ।

কটাক্ষ শরেতে তারে বিধেছে যতনে ॥

রায় বলে সে ধনীরে হেরিব কেমনে ।

সদত জাগিছে মম সেইরূপ মনে ।

চিত্র পটে হেরে চিত্র হতেছে চঞ্চল ।

সেইরূপ হলে মনে নেত্রে বহে জল ॥

কেমনে হেরিব বল করি কি উপায় ।
 মিলন অভাবে ভেবে ভেবে প্রাণ যায় ॥
 নাপিতিনী বলে কহি শুন হে রাজন ।
 তব বাসা হতে তারে করাব দর্শন ॥
 নিত্য হে আলতা নিতে যাই তার পায় ।
 অস্ত গিয়া তার বাসে দেখাব তোমার ॥
 যথোচিত ভাল বাসে আমারে সে ধনী ।
 আমি আমি বলে মোরে তাহার জননী ॥
 সে আমারে মাগী বলে করুণা প্রকাশি ।
 প্রাণের অধিক আমি তারে ভাল বাসি ॥
 তোমার কুটিম পরে থাকিব বতনে ।
 তাহার কুটিমে মোরা থাকিব ছতনে ॥
 ত্বর করি তার বাসে যাও আগে মাগী ।
 হেরিলে তাহারে আমি আনন্দেতে ভাবী ॥
 নতুবা ভাবিব প্রাণ তাহার কারণে ।
 নিয়ত বাঞ্ছিত চিত হেরিতে নয়নে ॥
 মণি বলে চলিলাম কিশোরীর কাছে ।
 কিন্তু বাসি মনে ডর ব্যক্ত হয় পাছে ।
 ইন্দুকান্ত মহে শান্ত কুতান্ত সমান ।
 এ কথা শুনিলে কর্ণে বধিবে পরাণ ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া ধনী যায় ভাড়াভাড়ি ।
 উপনীত হলো যথা সাধুর কুমারী ॥
 দেখিল কিশোরী গৃহে আছেন সয়নে ।
 কিশোরী কিশোরী বলে ডাকিছে বতনে ॥
 শুনিয়া মণির ধনী উঠিল কিশোরী ।
 মণি বলে বাছা তব ছুঃখ ভেবে মরি ॥

চারি দিন হলো আজি দেখিনী তোমারে ।
 যে দুঃখে ছিলাম আমি নারি বর্ণিবারে ॥
 সুরাট নগরে বাস নৃপের কুমার ।
 কুমদমোহন নাম বাসা কাছে তার ॥
 মাসী মাসী বলে মোরে বড় রূপবান ।
 অবনীতে নাহি হেরি তাহার সমান ॥
 কিবা স্বর পিঙ্গবত শুনিয়া পলায় ।
 হেরিলে তাহার অখি মৃগ লাজ পায় ॥
 আন্তরে হেরিলে তারে জ্ঞান হয় শশী ।
 গগণের শশী ভূমে পড়িয়াছে খসি ॥
 ধনু সম দুই তুচ্ছ কিবা তার হানি ।
 হেরিলে তাহারে মন বাসে হতে দানী ॥
 কুমদের হেরে রহু রাজকুমার কয় ।
 দীননাথ দীনবন্ধু দিও পদাত্রয় ॥

কুমদের কিশোরীর সহিত মিলন ও কিশোরীর আক্ষেপ

কুমদের রূপ শুনি ভাবিছে কিশোরী ।
 মগিরে কহিছে মাসী উপায় কি করি ॥
 কেমনে হেরিব তারে বল গো আমায় ।
 না হেরিলে তার রূপ ভেবে প্রাণ যায় ॥
 কি কথা কহিলে মাসী রুদয় বিদরে ।
 মিলন বিহনে মন ধৈর্যজ না ধরে ॥
 একে অভাগিনী তাহে চির বিরহিণী ।
 আমার সমান কেহ নাহি অনাধিনী ॥
 যৌবন ছইল গত বিভা নাহি হলো ।
 প্রেমের মালঞ্জে ভরু বারি বিনে মল ॥

তাহে কোকীলের স্বর শর জ্ঞান হয় ।
 বুকে দুঃখ মুখে হাসী প্রাণে নাহি শয় ॥
 মণি বলে বিনোদিনী তোমার বিরহে ।
 অহর্নিশি তার প্রাণ জ্বলি রহ দহে ॥
 চিত্রপটে তব রূপ করে দরশন ।
 চিত্রেতে নাহিক স্মৃতি বিষাদিত মন ।
 নাস্ত্যনা করিয়া তারে রাখিয়া ভবনে ॥
 তোমারে দেখাব বলে এসেছি যতনে ॥
 আশাবারি করে প্রাণ আশা করে ভর ।
 তব আশে পথ চাহি আছে নিরন্তর ॥
 এই তব বালাখান বাটীর উপরে ।
 সাধ থাকে হেরিবারে চল মন চোরে ॥
 তথা গিয়া সঙ্কোপণে দেখিবেন নয়নে ।
 দুজনের যাবে দুঃখ হেরিয়া দুজনে ॥
 নে আছে কুটিম পরে আশে হেরিবারে
 তাই আসিয়াছি হেথা কহিতে তোমারে ।
 কিশোরী কহিছে মাসী হেন দিন হবে ।
 বিধি কি মিলায়ে দিলে রমের জর্গবে ॥
 চল চল তবে যাই জীবন জুড়াই ।
 সে আমার ধন প্রাণ যদি তারে পাই ॥
 অন্ধেতে নয়ন পেলে যত সুখোদয় ।
 আমার জন্মের হবে পূর্ণ চন্দ্রোদয় ॥
 দুই স্থানে দুই জনে রাখিয়া গোপনে ।
 মণি দেখাইয়া দিল কুমদমোহনে ॥
 ভাবিছে দুজনে হেরে দুজন্যর রূপ ।
 কিশোরী কহিছে মাসী না দেখি স্বরূপ ॥

আহা মরি ওরে বিধি গড়েছে নিষ্ঠুরে ।
 কুমরের ধনে সদা রাখিব যতনে ॥
 কমল লইয়া করে নৃপের কুমার ।
 ধনীরে ইঙ্গিতে কন অধীন তোমার ॥
 তব প্রেমে মজিলাম দেখ রেখ ধনী ।
 ত্যজনা ত্যজনা মোরে সুখাশুবদনী ॥
 অঞ্চলে ইঙ্গিত করে কহিছে কিশোরী ।
 কুমরের ধন এস কদে রূপা করি ॥
 তোমারে জীবন সঁপে বুড়াইব প্রাণ ।
 তুমি মম ধন প্রাণ তুমি ধ্যান জ্ঞান ॥
 ছুজনের প্রোনে মজে ভাবিছে ছুজনে ।
 হেরিয়া গোপনে রাজকুমার ঘোষ ভনে ॥

কুমদের নিকটে কিশোরীর স্বর্ণের বাঁশী প্রেরণ ও কুমদের

নিশিতে কিশোরীর বাসে গমন ।

পন্ন্যার ।

সুবর্ণের বাঁশী এক কিশোরী যতনে ।
 মণিরে দিলেন দিতে কুমদমোহনে ॥
 নিত্য যামিনীতে তারে আনিবে এখানে ।
 তুমি তিনি ভিন্ন যেন অন্য নাই জানে ॥
 কহিবে তাহারে করিতে বাঁশীর ধনী ।
 আদিবার কালে মম বাসে গুণমণি ॥
 শুনিলে বাঁশীর ধনী গবাকের দ্বারে ।
 রজু কেলি দিলে তুলি লইব তাহারে ॥
 বাঁশী লয়ে নাপিতিনী চলিল তবনে ।
 কিশোরীরে ভূষি যায় বিনয় বচনে ॥

মগিরে বিদায় দিবে তাবিছে কিশোরী ।
 কতক্ষণে সুউদিত হবে বিভাবরী ॥
 কেমনে হেরিব আমি সেই গুণাকরে ।
 না হেরে তাহারে মোর কুমদ বিনরে ॥
 মগি গিয়ে উপনীত হলো নিজ বাসে ।
 কুমদ ধনীরে ডাকি বিনয়ে জিজ্ঞাসে ॥
 কি বলিলে কহ মামী সে বিধুবদনী ।
 মিলন বিহনে আছি মগিহার। কণী ॥
 নিবেদন করি শুন নৃপের নন্দন ।
 নিশিতে তাহার বাসে করিতে গমন ॥
 তোমারে কহেছে মোরে করিয়ে বিনয় ।
 তার চিহ্ন বাঁশী এই দেখ মহাশয় ॥
 গোপনে নিশিতে গিয়া বাজাবে বাজরী ।
 শুনিলে বাঁশীর ধনী আসিতে কিশোরী ॥
 এই বাক্য কহি মোরে পাঠালে সে ধনী ।
 তার চিহ্ন বাঁশী এই লহ গুণমণি ॥
 চলিলাম আমি বাসে নিশিতে আসিব ।
 ছুজনার মন ছুঃখ আজি ঘুচাইব ॥
 বিদায় হইয়া মগি যায় নিকেতনে ।
 কুমদ তাবিছে মনে যাইব কেমনে ॥
 কখন হইবে অস্ত আজি দীনমগি ।
 কতক্ষণে আজি হবে উদয় রজনী ॥
 বারেক হেরিয়া মন করেছে হরণ ।
 মিলন বিহনে মোর নহিছে জীবন ॥
 ওহে নিশাকর তুমি হও হে সদয় ।
 মিলাইয়া দেহ তারে হইয়ে উদয় ॥

তপন তাপেতে তরু হলো অর অর ।
 কিশোরী বিহনে প্রাণ দহে নিরাস্তর ॥
 কিশোরীরে নাহি হেরে হেরি অন্য ময় ।
 তার অদর্শন কাণে বিদীর্ণ হৃদয় ॥
 এইরূপে ক্রমে অন্ত হলো প্রভাকর ।
 সুউদিত সুধাকর লয়ে সুখকর ॥
 হেরিয়ে রজনী দৌহে সুখেতে ভাবিছে ।
 কিশোরী নাথের আশে নিয়ত ভাবিছে ॥
 কুমদ সুসাজ করি বাঁশী লয়ে করে ।
 মণিরে ডাকিতেছেন হরিষ অন্তরে ॥
 এন মানী চল যাই যুড়াতে জীবন ।
 শুনিলে তাহার ধনী যুড়াবে শ্রবণ ॥
 মণি বলে কহি শুন নৃপের তনয় ।
 উত্তমার কৰ্ম বাছা এ সকল নয় ॥
 সঙ্কোপণে দুই জনে বাঁহিব বড়নে ।
 দেখ বাছা যেন নাহি জানে অন্য জনে ॥
 কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর কিঞ্চিৎ রজনী ।
 হইলে তাহার বাসে যাব গুণমণি ॥
 সদাগরে সদা ডরি পাছে ব্যস্ত হয় ।
 তাহার কারণে মোর চিন্তা অতিশয় ॥
 কুমদ না শুনে নানা কহে মাসী চল ।
 না হেরে সে বিনোদিনী নেত্রে বহে জল ॥
 সে আছে আমার আশে চাহি আশা পথে
 ত্রিভুবনে কেহ নাই মোর তোমা হতে ॥
 মণিরে লইয়া সঙ্গে কুমদমোহন ।
 কিশোরীর নিকেতনে করেন গমন ॥

গবাক্ষের দ্বারে গিয়া বাজান বাঁশরী ।
কুমদে যতনে তুলি লইল কিশোরী ॥
জানন্দে মাতিল দৌঁছে হেরিয়া ছুজনে
পরাব প্রবন্ধে রাজকুমার ঘোষ ভণে ॥

কুমদ কিশোরীর রহস্য ও বিবাহ ।
কুমদের করে ধরি যতনে কিশোরী ।
বসিলেন লয়ে তারে সিংহাসনোপরি ॥
গজকর্ম বিবাহ করে করে আঁখি ঠার ।
সে সভা দেখিতে শোভা অতি চমৎকার ॥
রতি রতি পতি সহ হলো উপনীত ।
হেরিয়া যুগল রূপ ভাবে চমকিত ॥
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষি করি খুলি নিজ মালা ।
কুমদের গলে দিল হাসি সাধু বাল্য ॥
অক্ল হতে গুণনিধি হলে মম নাথ ।
তাজিয়া যাওনা মোরে করিয়া অনাথ ॥
তুমি মনি আমি ফনি অধিনী তোমার ।
ত্রিভুবনে তোমা সম কেহ নাহি আর ॥
তুমি মম ধন প্রাণ তুমি ধ্যান জ্ঞান ।
তোমাতে হারালে নাথ ত্যজিব এ প্রাণ ॥
রায় বলে বিনোদিনী কর কেন খেদ ।
তুমি আমি এক প্রাণ দেহ মাত্র ভেদ ॥
জীবন না হলে অস্ত বিচ্ছেদ হবে না ।
যুচাইব মন দুঃখ যাতনা রবেনা ॥
সভাস্থ সকলে গেল নিজ নিজ স্থান ।
মাগি বলে কহি দৌঁছে কর অবধান ॥

ঘটক বিদায় কর সত্য ভঙ্গ হয় ।
 গুনিয়া দিলেন হার নৃপের তনয় ॥
 কিশোরী হাসিয়া কয় কুমদমোহনে ।
 অতি শুভ দিন আজি মম নিকেতনে ॥
 গুণ শশধরে হেরি হৃদয় মাঝারে ।
 ধরি পায় রসরাজ ত্যজনা আমারে ॥
 মানসে প্রতিমা আমি করেছি নির্মাণ ।
 বিচ্ছেদে গুণনিধি দিব বলিদান ॥
 যতনে আকিঞ্চনে সাজিয়ে সারি সারি ।
 গানস নৈবিদ্য করি দিব ভক্তি বারি ॥
 আনন্দ জুগল পুষ্প করিব পূজন ।
 ছোপ ধূপ হবে মোর জীবন যৌবন ॥
 প্রণয় বসন সমাদরে পরাইব ।
 কুল মান অলঙ্কার অঙ্গে সাজাইব ॥
 বিবিধ বিধানে দেখ বিবিধ প্রকার ।
 বিবিধ ভূষণ মম বিবিধ বিহার ॥
 কহিলান গুণধাম তোমার সদনে ।
 পুরাও মনের সাধ হেরিব নয়নে ॥
 বাসনার হে বাসনা পুরাও বাসনা ।
 বারেক দেখাও রূপ সাজিয়া অঙ্গণা ॥
 তা হলে যুড়াবে প্রাণ যাবে মন ছুঃখ ।
 হৃদয়-কাননে বিকসিত হবে সুখ ॥
 রায় বলে সুধামুখী দেহ অভরণ ।
 রমণির রূপ আজি করিব ধারণ ॥
 পুরাব মনের সাধ সাজিয়া কামিনী ।
 বিচ্ছেদে বিসজ্জন দিব বিনোদিনী ॥

অনঙ্গ হেরিয়া রঙ্গ প্রফুল্ল বদনে ।
 যিনি রতি রতি বাণ হানে ছুই জনে ॥
 প্রেমের তরঙ্গে দৌঁছে আভঙ্গ তুকানে ।
 পড়িয়া যুগলে বাহে যুগলের টানে ॥
 যৌবন তরণী একে তরুণ তরণী ।
 নবীনে অবলা বালা কুখ্যাত বদনী ॥
 আনাড়ি অবোধ মন অবোধ কাণ্ডারী ।
 সাধ্য কি জমাতে পারে নে সাগরে পাড়ি ॥
 নাগর সাগর তাহে রসের সাগর ।
 আনন্দে আনন্দে পার হলো গুণাকর ॥
 কিশোরী আশোক ধজি করিয়া ধারণ ।
 উল্লাস আছন্দ বেগে করেন গমন ॥
 পিরীতি তুকানে ধনী হলো বানচাল ।
 কুমদ বাহিয়া যায় দিয়া ভক্তিপাল ॥
 ধরিয়া নাথের তরি সাধুর কুমারী ।
 যতনে গে সাগরে জমায়েন পাড়ি ॥
 এই রূপে কুমদে সাজায়ে ধনী নারী ।
 নিত্য নব রঙ্গ করে কিশোরী কুমারী ॥
 আনন্দ কোড়ুকে অন্ত হইল রজনী ।
 আনন্দে কুকুট গণ করিতেছে ধনী ॥
 কুমদ বিদায় হয়ে চলিল বাসায় ।
 পূর্বমত রজ্জু দিয়া কিশোরী নামাধ ॥
 যতনে হেরিছে দৌঁছে দৌঁহার নয়নে ।
 রচিয়া পয়ার ছন্দে রাজকুকুতনে ॥

কুমদ কামিনী ।

কুমদ কিশোরীর মান ।

ত্রিপদী ।

এই কপে ভুই জনে, নিত্য নিশিতে গোপনে
রঙ্গরসে পোহায় রজনী ।

রায় বলে বিনোদিনী, শুন গজেন্দ্র গামিনী,
সত্য বাণী কহ মোরে ধনী ॥

আজি দিবসে শয়নে, দেখেছি আমি সপনে,
তোমার গৃহেতে অপকল্প ।

জিনি পূর্ণ শশধর, এক পরম সুন্দর,
সে কপের না দেখি সঙ্গ ॥

লইয়া তাহারে সুখে, আছ বসিয়া কৌতুকে,
নিরানন্দে করে নিরাজন ।

হেনকালে ছারে আসি, নিম্নত বাজায় বাঁশী,
সে রবেতে নাহি তব মন ॥

আমি ভাবিলাম মনে, পুনঃ ফিরে যাব বনে,
নৃতনে নৃতন সমাদর ।

নৃতনেতে বলে বাহা, পুনঃ নাহি থাকে তাহা,
পুরাতন হলে অনাদর ॥

পরে নিদ্রা হলো ভঙ্গ, সে অবধি হর্ষ ভঙ্গ,
মনেঃ মানি ধিক্কার ।

যদি যায় এ জীবন, নারীরে না দিব মন,
রমণীর ষটতা ব্যবহার ॥

অস্তরে গরল তার, অধরে সুধার ধার,
হাসিতে ঋপুর হরে মন ।

মনোহরা মন চোরা, ব্যক্ত আছে দেখ ধরা,
সদা ঘটে অনিত্য ঘটন ॥

শুনিয়া কিশোরী কয়, আশু মন বিশ্বময়,
নারী রহে পুরুষের মত ।

পুরুষ সরল নহে, একথা সকলে কহে,
নারীরে মজার অবিরত ॥

হইলে তার প্রেমাধীন, তনু ক্ষীণ দিন দিন,
তার ছুঃখ না হয় বর্ণনা ।

একি নাথ কহু হয়, কেমনে হলো প্রভাস,
করোনা দাসীরে প্রবঞ্চনা ॥

তা হলে ত্যজিব প্রাণ, জীবনে জীবন দান,
তোমা বিনা অন্য নাহি জানি ।

তুমি মম গতি মতি, তুমি সর্বস্ব সম্পত্তি,
শুন নাথ অধিনীর বাণী ॥

তাজ নাথ অভিমান, মানে রাখ মরি মান,
এ অধিনী আশ্রিত তোমার ।

ধরি পায় হে রাজন, শোক কর সম্বরণ,
কিবা দোষ দেখিলে আমার ॥

হেরে তব অধোমুখ, বিদরিছে মম বুক,
প্রাণ যায় কথা কও নাথ ।

অঙ্গ অলে যায় খেদে, আর বাচি না বিচ্ছেদে,
কেন হান রুদে বজ্রাঘাত ॥

নাহি গেল অভিমান, মানে রাখ নিজ মান,
অভিমানে মগ্ন হলো ধনী ।

তেজে নিজ অতরণ, বসনে ঢাকি বদন,
অধোমুখে সুধাংশু-বদনী ॥

কুমদের গেল মান, হেরে তার অভিমান,
কিশোরীরে নাচে পান্ডে-খেলো ।

কুমদ কামিনী ।

ভাজ ধনী অভিমান, না বুকে করেছি মান,
সদা মম কদম্ব বিদরে ॥

হেরে বিরল-বদন, দহে প্রাণ সর্বক্ষণ,
কম দোষ রাখি মম মান ।

ধরিয়া ধরণী পার, সাধে কত বুঝি যায়,
তবু নাহি গেল অভিমান ॥

বাড়ে ক্রমে মনঃ দুঃখ, যুচাও মনের দুঃখ,
যায় ধনী জীবন আমার ।

প্রবল মানভরজ, হেরিয়া দোহার রজ,
রাজকুমার রচিল পয়ার ॥

কুমদের মানভরজ ।

কুমদমোহন কয় শুন বিনোদিনী ।

চলিলাম বাসে অস্ত্র হইল কামিনী ॥

স্বদেশে করিব যাত্রা করেছি বাসনা ।

মনে রেখ এ অধীনে সুখা পুরদনা ॥

প্রাণে যদি বেঁচে থাকি আসিব পশ্চাৎ ।

নতুবা সাফাতে এই আমার সাফাৎ ॥

উঠিয়া কুমদ জান গবাক্ষের দ্বারে ।

কিশোরী ভরস্তু যায় ধরিবারে তারে ॥

ধরিয়া বুগল করে বগান আদরে ।

দিবনা দিবনা বঁধু যাইতে আস্তরে ॥

কেমনে এমন কথা कहিলে হে বাধ ।

যাইবে বাসেতে মোরে করিয়া অনাথ ॥

ভাল হুই দয় ধর্ম তুমি হে সুজন ।

এবে আনিলাম হলো অরণ্যে রোদিন ॥

ভুজ পাশে বাঁধি ধনী করিছে চুম্বন ।
 গেল মন দুঃখ হসো বিচ্ছেদে মিলন ।
 আলিঙ্গন আলাপনে পলায় সন্তাপ ।
 যুড়াল ভাপিত প্রাণ গেল মনস্তাপ ॥
 রাম বলে গুণি ধনী পলকে প্রলয় ।
 তোমারে না হেরে দেখি সব স্নানাময় ॥
 নিয়ত বাসনা রাখি মরনে নশনে ।
 তোমারে তাজে কি পারি যাইতে ভবনে ॥
 কিশোরী করিছে নাথ জেনেছি যেমন ।
 কেন হে বাঁধাও দুঃখ কর আলাতন ।
 গুরুদয় আমরা নহে এক ক্লেবে রত ॥
 অভিনব ক্লেবে মন বান্ধে অবিরত ॥
 থাকিলে সপনে করে মহা সমাদর ।
 আস্তর হইলে ভাবে আস্তরে আস্তর ॥
 হেনকালে কুকুটেতে করিলেক ধনী ।
 দুই জনে আনিল আত্ম হইল রজনী ॥
 কুমদ করিছে ধনী দেখলো বিদায় ।
 আশিব নিশিতে গুনঃ বাব হে বাসায় ॥
 মনী বলে গুণিনিধি দিবসে হেরিতে ।
 নিয়ত বাসনা মোর তোমারে রাখিতে ॥
 কি করি হে গুরুজনে সদাই ডরাই ।
 নতুবা সদত লয়ে জীবন বুড়াই ॥
 দিবসে চাহিয়া পথে থাকি সর্গক্ষণ ।
 নিয়ত তোমারে নাথ করিছে স্মরণ ।
 সত্য কহিয়া যুচাও মনের আঁধার ।
 সত্য করে কহ মোরে নাথ ভুমি কার ॥

শুনিতে তোমার বাণী আছে হে বাসনা ।
 প্রতারণা অধিনীরে করো না করো না ॥
 কুমদ কহিছে ধনী তোমা সম আর ।
 ত্রিভুবনে কেহ নাহি হেরিছে আমার ॥
 তুমি সম ধন প্রাণ তুমি হে জীবন ।
 হেরিলে তোমারে হয় চুঃখ বিমোচন ॥
 তুমি তরু আমি লতা থাকি এক ঠাই ।
 তোমারে লইয়া সদা জীবন যুড়াই ॥
 অভিমান গেল দূরে বিচ্ছেদে মিলন ।
 পয়ার প্রবন্ধে রাজকুমার ঘোষ কন ॥

মণির কামিনীকে কিশোরীর পরিচয় ।
 মণি ভাবে ননে মনে দেখিব কেমনে ।
 নাপুর নারীকে আশ হেরিতে নয়নে ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া ধনী যায় কুতূহলে ।
 উপনীত হলো গিয়া অন্তর মহলে ॥
 দেখিল কামিনী ধনী রহেছে বসিয়া ।
 বিছাত লতার সূতা সম স্থির হৈয়া ॥
 আপাদ পর্য্যন্ত ধনী করে নিরক্ষণ ।
 বলে হেন রূপ কভু না করি দর্শন ॥
 কামিনীরে মণি তবে নত করে শীর ।
 সবিশেষ বিবরণ কহে কিশোরীর ॥
 শুনিয়া কামিনী কয় কোথা তার বাস ।
 বিবরিয়া কহ মোরে করিয়া প্রকাশ ॥
 মণি বলে জননী গো করি নিবেদন ।
 তব বাসার দক্ষিণে তাহার ভবন ॥

ইন্দ্রকান্ত নামে অতি শান্ত সমাগর ।
 ধনে মানে কুলে শীলে সৰ্বাংশে সুন্দর ॥
 কিশোরী তাহার স্তন্য সাধু সুপণ্ডিত ।
 বিহারের লাগি মনে সদত চিন্তিত ॥
 সুবর্ণের বাঁশী এক দিরাছে সে ধনী ।
 প্রত্যহ নিশীতে যান করে তার ধনী ॥
 গবাক্ষের দ্বার হতে রজ্জু আরোহণে ।
 প্রবেশ করেন বাসে নিত্য সংগোপনে ॥
 প্রভাত হইলে পুনঃ আসেন এখানে ।
 ভ্রমণের বাক্য মায়া দুই জনে জানে ॥
 মণি নাপিত্তিনী বাসে করিল গমন ।
 কামিনী কুমদে কয় বাঁশীর কারণ ॥
 কোথা পেলে গুণনিধি সুবর্ণের বাঁশী ।
 বিবরিয়া কহ শুনিবাবে অভিলাষী ॥
 গোপনে লুকায়ে বাঁশী রাখিল কামিনী ।
 ক্রমে সুখাকর সুপ্রকাশ দিবা জিনি ॥
 দিষ্টোন্নয়ন সানন্দী নানা করে জলযোগ ।
 কিশোরীর বাসে বেতে করেন উদ্‌যোগ ॥
 না পান খুজিছে বাঁশী কুমদমোহন ।
 বাঁশীর কারণে হন আকুল তখন ॥
 হায় বাঁশী কোথা বাঁশী কোথা বাঁশী পাই ।
 কেমনে তাহার বাসে বল আমি যাই ॥
 না পাইলে বাঁশী মম মরণ মঙ্গল ।
 সে বাঁশী বিহনে প্রাণ হতেছে চঞ্চল ॥
 বিমর্ষ দেখিয়া ধনী জানিল অন্তরে ।
 বিনয়ে জিজ্ঞাসে নাথে পরম আরো ॥

কি লাগিয়া হেরি নাথ বিরস বদন ।
 ক্লার ছুঃখে দেখি দুখি কহ বিবরণ ॥
 রায় বলে রসবত্তি মন নহে স্থির ।
 গত নিশি সপ্ত দেখে হতেছি অস্থির ॥
 কামিনী কহিছে নাথ করেছি মনন ।
 মানসে তবানী পদ করিব পূজন ॥
 নয় দিবা নয় নিশি করিব সাধনা ।
 দেখি কৃপা করে কিনা করালবদন ॥
 নিঃস্বপ্নে গৃহের মধ্যে থাকিব রাজন ।
 থাকিয়া একাকী আশি করিব পূজন ॥
 রায় ভাবে মনে মনে কিশোরীর কপ ।
 বাঁশী না পাউয়া বদা ভাবে কত কপ ॥
 হায় হায় প্রাণ যায় করি কি উপায় ।
 এমনোদে প্রমাদ হেরে ভেবে প্রাণ যায় ॥
 কোথায় রহিল বল সে বিধুবদনী ।
 সুখের যামিনী হলো দুঃখের রজনী ॥
 ক্ষপাকর কুউদিত আমার ভাগ্যোত্তে ।
 ক্লার গণে হেরে অঙ্গ দহিছে খেদেতে ॥
 কবি রাজকুমার কর নৃপের কুমার ।
 তোমার দিচ্ছেদ ক্ষেদ বোঝা সাধ্য কার ॥
 কখন তক্ষর হত কখন অক্ষনা ।
 কখন বাজারে বাঁশী ভূলাও অক্ষনা ॥
 মল্লিকে মালতী দৌছে কহেন কামিনী ।
 রাখ রাখ মম বাণী আমার নন্দিনী ॥
 গোপনেতে সপ্ত তরি করগো রাজন ।
 যেন নাহি জানে যেন এসব রাজন ॥

কুমার কামিনী ।

২৫

আজ্ঞা মাত্র দুই দাসী চলিল সত্ত্বর ।
সপ্ত ধানি তরি দেখি অতি মনোহর ॥
নিকপণ করে দোহে করিল গমন ।
পরেতে কামিনী তরি করে আরোহণ ॥
দাস্যমা লইল ধনী তরির ভিতরে ।
তিন জনে পুরুষের তিন রূপ ধরে ॥
মল্লিকে মালতী দোহে হল চোপদার ।
কি কব দেখিতে শোভা অতি চমৎকার ॥
কামিনী আপনি ধনী হলো সদাগর ।
ক্রমেতে উঠিল সব তরির উপর ॥
নৌকাদাহি গণে কহে সুধাংশু বদনী ।
স্ববাস বাহিয়া চল সকলে তরণী ॥
পুনঃ নিশি অবসানে আসিবে এখানে ।
এ সকল বাক্য বেন কেহ নাহি জানে ॥
কামিনীর আদেশেতে খুলি সপ্ত তরি ।
চলিল কিঞ্চিৎ দূর কাশী পরিহরি ॥
এভাত কামিনী হলো বাহিছে তরণী ।
মহা শব্দে করিতেছে দামার ধনি ॥
মণিকর্ণিকার ঘাটে তরি উপস্থিত ।
সপ্ত তরি দেখি তবে তাবে চমকিত ॥
পরেতে পাঠান দূত সাধুর ভবনে ।
বিবাহের বিবরণ লিখিয়া যতনে ॥
লিপি লয়ে হর্ষ মনে মালতী চলিল ।
সবিশেষ সদাগরে সব নিবেদিল ॥
শুনে সাধু সদাগর আপন গৃহেতে ।
কামিনীকে লয়ে যায় করিয়া সঙ্কেতে ॥

দিলেক উত্তম স্থান করিয়া যতন ।
 পরেতে জিজ্ঞাসে সাধু সব বিবরণ ॥
 কামিনী কহিছে বাস কর্ণাট নগর ।
 সুখময় রায় নামে তথা সদাগর ॥
 ভুবনমোহন নাম তাহার তনয় ।
 যষ্ঠ মাস হলো গত ত্যজিয়া আলয় ॥
 স্কর করিতে যাই সিলট নগর ।
 তথা হতে আসিয়াছি তোমার গোচর ॥
 কিশোরী নামেতে আছে তোমার কুমারী ।
 পরমা কপনো নাহি তুল্য তার নারী ॥
 বিভা করিবারে আসিয়াছি মহাশয় ।
 তুরিত বলগো মোরে যেনা যুক্তি হয় ॥
 গঙ্গা কহে বাছা শাস্ত কর মন ।
 তোমাতে মম স্নেহে করিব অর্পণ ॥
 হেরিয়া তোমার রূপ যুড়ায় হে প্রাণ ।
 সম্ভান নাহিক মম ভূমি ধ্যান জ্ঞান ॥
 কিশোরীয়ে দিয়া বাছা তোমাতে পাইব ।
 নিয়ত নয়ন তরে তোমাতে হেরিব ॥
 নারীর চাতুরী হেরে ভাবিগো আকাশ ।
 কবি রাজকৃষ্ণ ঘোষ করিল প্রকাশ ॥

কামিনীর কিশোরীর সহিত বিবাহ ও তরি আরোহণ
 সদাগর রমণীয়ে হরিষ অন্তরে ।
 বিবাহের সবিশেষ কহেন আদরে ॥
 কর্ণাট নগরে বাস সাধুর নন্দন ।
 না দেখি সরূপ রূপে মদনমোহন ॥

কিশোরীয়ে সেই চাহে বিবা করিবারে ।
 যেবা মুক্তি হয় বনে জিজ্ঞাসি তোনারে ॥
 জামতার যোগ্য বটে বাসে মন দিতে ।
 প্রকাশিয়া কহ মোরে যেবা আছে চিতে ॥
 নিবেদন করি নাথ বিনয় বচনে ।
 কন্যার বিবাহ দিতে অয় এইক্ষণে ॥
 কি জানি দিনের গতি বলা নাহি যায় ।
 কখন ললাটে কি কি বিধি মটায় ॥
 অতএব কহি জ্ঞান করিতে নিরীহ ।
 উচিত অরায় নাথ চিতে হে বিবাহ ॥
 রমণীর বাক্য শুনে সাধু সদাগর ।
 গৃহচার্য্য আনিবারে পাঠান কিস্কর ॥
 আনয়ে আচার্য্য সাধু দিবা করে স্থির ।
 শুভ লগ্নে বিবাহ দিলেন কিশোরীর ।
 বিবাহের পরে যাহা আছে পূর্দাপর ।
 ক্রমেতে নিরীহ করে সুখে সদাগর ॥
 কামিনী কিশোরী দোহে হইল নিলাম ।
 কুমদে কিশোরী ক্রমে হলো বিশ্ববণ ॥
 নিম্নত কামিনী বনী থাকে সাবধানে ।
 ভাস্কর হয় গুপ্ত কথা পাছে সাধু জানে ॥
 ওখানেতে ইন্দুকান্ত জানে না সন্ধান ।
 মনের উল্লাসে করে নানা অর্থ দান ॥
 জামতারে লয়ে সাধু আনন্দিত মনে ।
 ভোজন করান সুখে জাতি বকুগণে ॥
 কামিনী বিনয়ে কর সাধুর সদন ।
 অবধান নহাশয় করি নিবেদন ॥

চঞ্চল হয়েছে মন যাইতে আলয় ।
 চিত্রেতে নাহিক সুখ কন্ঠ নাতিশয় ॥
 ছয় মাস হলো গত ত্যাজয়ে নিবাস ।
 নিলট সহরে করি সুখেতে প্রবাস ॥
 এখন বিলম্ব আর সহেনা সহেনা ।
 হৃদয় ভঙ্গ নবা মন প্রবোধ মানেনা ॥
 শুনি জামতার বাণী ইন্দ্রকান্ত রায় ।
 রজত কাঞ্চন কত দিল জামতায় ॥
 কিশোরীরে সঙ্গে দিল হরিষ অন্তরে ।
 আপনি আইল সাধু তরির উপরে ॥
 জামতারে সমাদরে ভূষিয়ে বচনে ।
 কক্ষিৎ বিলম্বে জান আপন ভবনে ॥
 কামিনী মালতীরে কহেন ধীরে ধীরে ।
 এ কথা না কর ব্যস্ত কহু কিশোরীরে ॥
 কক্ষিৎ দূরেতে তরি রাখিবে যতনে ।
 বাসাতে যাইব পুনঃ দুজনে গোপনে ॥
 তরি হতে দুই জনে উঠিয়া গন্তরে ।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া জান কুমদ গোচরে ॥
 নারীর চাতুরী হেরে ভেবে প্রাণে মরি ।
 রাজ কক্ষে অন্তে কক্ষ দিও পদতরি ॥

কামিনীর কিশোরীর সহিত রহাস্য ।
 কুমদের বাণী লয়ে কিশোরীরে ধনী ।
 আনন্দে দেখান হাসি সুধাংশুবদনী ॥
 কাহার বাঁশরী এই দেখলো চাহিছা ।
 কি ঘোষে সে জনে ধনী দেব না চাহিয়া ॥

কেন হলো সে ভাবাবের অভাব এখন ।
 এক বারে সে ধনেরে হলে পাসরণ ॥
 একি ভাব অসম্ভব সম্ভব না হয় ।
 মণি মাগী বল কোথা গেল এ সময় ॥
 কিশোরী পাঠিয়া ভয় ভাবে মনে মনে ।
 প্রাণনাথ এ সংবাদ জানিল কেমনে ॥
 কেমনে তাহার বঁশী বিনা কোন জন ।
 তবেত জেনেছি এর সব বিবরণ ॥
 হায় বিধি রাখ প্রাণ কর পরিত্যাগ ।
 কলহ সাগরে মান রাখ ভগবান ॥
 কিশোরী কহিছে নাথ দিওনা জ্ঞাতনা ।
 অবিরণে কেন দাও কখন যন্ত্রণা ॥
 বশির মতল নদা থাকিতাম বাসে ।
 তাই নদা সশঙ্কিত জনকের ভ্রাসে ॥
 কেমনে এমন কথা কহ গুণমাণি ।
 সত্য মিথ্যা জানে সব চন্দ্র দীনমণি ॥
 কামিনী কহিছে ধনী আহা মরি মরি ।
 বঞ্চিত কাহারে লরে নিত্য বিভাবরি ॥
 কে যেত গবাকের দ্বারে রজ্জু আরোহণে ।
 তাহারে ভুলিলে ধনী কিসেবি কারণে ॥
 তারি হৈতে নৃপনৃত্য উঠি সংগোপনে ।
 উপনীত হলো গিয়া কুমদ সদনে ॥
 পুরুষের বেশ সব লুকায় রাখিয়া ।
 কুমদেরে কন গিয়া বিনয় করিয়া ॥
 কোথায় কিশোরীনাথ কহ মহাশয় ।
 যার লাগি হয় তব বিদীর্ণ হৃদয় ॥

কুমদ কামিনী ।

কেমন আছে সে বল সুধাংশু বদনী ।
 ঘারে না হেরিলে ভাব দিবস রজনী ॥
 সে এখন কোথা নাথ কহ সমাচার ।
 মণি মাসী গেল বল কোথায় তোমার ॥
 নিত্য নিনীতে যেতেছে বাজায় বাঁশুরী ।
 কোথায় এখন নাথ আগের কিশোরী ॥
 রায় মনে মনে ভাবে জানিল কেমনে ।
 মণি মাসী আগি দৃষ্টি বলেছে গোপনে ॥
 কুমদ কহিলে ধনী জ্ঞান কত হল ।
 পরের কথায় মন করো না চঞ্চল ॥
 তোমা বই বিনোদিনী অন্য নাহি জানি ।
 কহি শুন বিশেষিয়া এই সত্য বাণী ॥
 এবার নিতান্ত বাসে করিব গমন ।
 বৈরজ না পরে মন সদা উচ্ছাটন ॥
 সাধ্যা সতী পতিব্রতা কামিনী কুমারী ।
 রাজকন্যা কহে তুল্য হেরি নাহি নারী ॥

কুমদমোহনের আক্কেপ ও তরি আরোহণ ।
 শুনিয়া বিবাহ কিশোরীর ভাবে রায় ।
 নেত্রে বহে সত ধারা ধরা নাহি যায় ॥
 হায় বিধি এ কি দায় ভাসালে পাথারে ।
 এ যেন চোরের ধন লর বাটপারে ॥
 বহু ভাগ্যে পোয়ে তায় ছিলাম আনন্দে ।
 এখন কেমনে রব সদা নিরানন্দে ।
 সে আমার ধন প্রাণ গজেন্দ্র গামিনী ।
 না হেরিলে দহে প্রাণ দিবস যামিনী ॥

তাহার মুখেতে সুখী থাকি সর্সকণ ।
 তার কপ হলে মনে বিরস বদন ॥
 নিয়ত নয়নে হেরি নয়নে মপনে ।
 এখন তাহারে ভাবি হেরিব কেমনে ॥
 সে ধনী আনার হয়ে লয়ে মন প্রাণ ।
 এখন আন্তর ভাবি করিল প্রশ্নান ॥
 হায় হায় প্রাণ যায় দুঃখ কব কায় ।
 আমার বোনার স্থপ বাক্ত করা দার ॥
 বিষ ওষ্ঠধর তার হাসি ভাল বাসি ।
 হেরিলে তাহার হাসি নাশে দুঃখ রাশী ॥
 যখন শীরেতে হস্ত দিবে থাকে মনী ।
 নৌশোলা দেখিতে শোভা বিছাত বরনী ॥
 কামিনীরে কন রাগ করিয়া যতন ।
 চল বাই রসবতি আপন ভবন ॥
 এখানে থাকিতে তার নাহিক বাসনা ।
 বাসে দিয়া চল প্রিয় যুবাব যাতনা ॥
 কামিনীর মল্লু তারি ছিল যে রাজন ।
 তাহাহে কুমদে লয়ে করিল গমন ॥
 ইন্দ্ৰিতে কুমদে ধনী দেখায় কিশোরী ।
 বলে এরে চিন্তে পার দেখ রূপাকরী ॥
 ইহার কোথায় বাস কিবা নাম হয় ।
 বিবরিয়া প্রাণনাথ লহ পরিচয় ॥
 কটাক্ষ করিয়া গেল দুজন্যর দুঃখ ।
 উদয় বসন্ত হলো উথলিল সুখ ॥
 রায় বলে বিধুমুখি পাইলে কোথায় ।
 কেমন করিয়া এরে আনিলে হেথায় ॥

তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ক্রিভুবনে ।
 তোমার সনান নারী না দেখি নয়নে ॥
 কামিনী কহিছে নাথ করি নিবেদন ।
 মণির নিকটে শুনি তব বিবরণ ॥
 শিবানী সেবিব যবে বলিহে তোমার ।
 সেই দিন গিয়াছিলাম আমি হে তথায় ॥
 সঙ্গার হয়ে তবে আনিহে তরণী ।
 তাহার যুত্তান্ত জান নাহি গুণমণি ॥
 অবিশ্রান্ত যাহে তরি নৌকা বাহিগণ ।
 বায়ুবেগে তাঁর সম করিছে গমন ॥
 তাহে হরি হরি ধনী করে অবিরত ।
 পশ্চাতে রাখিয়া যায় দেশ কত শত ॥
 দীনমণি গুণমণি আকুল অন্তরে ।
 আকুল হইয়া জান অন্ত গিরি পরে ॥
 নিশাকর সুখকর লয়ে সু উদিত ।
 কুমদ হেরিয়া হলো পূজকে পূর্ণিত ॥
 সেই নিশি সেই স্থানে বাক্সল সুখেতে ।
 প্রভাতে উঠিয়া বাহে নাবিক গণেতে ॥
 কেহ বলে হরি হরি কেহ বলে তারা ।
 কেহ বলে নিস্তারিণী তার ভব দ্বারা ॥
 অপার হরির লীলা বোঝা সাধ্য কার ।
 রাজকুমার কহে পক্ষি রচিয়া গয়ার ॥

কুমদমোহনের সুরাট নগরে উপনীত ।
 বাহিতে লাগিল তরি নৌকাবাহি গণে ।
 সুরাতানে যায় তরি গবন গমনে ॥

কুমদ কামিনী ।

৩১৩

একাইরা নানা দেশ বহু দিন পরে ।
 উপনীত হলো গিয়া জুরাট নগরে ॥
 কুমদমোহন রায় উঠিয়া সত্তর ।
 চলিলেন বাসে হয়ে হরিশ অন্তর ॥
 দেখেন আপন শোকে জনক জননী ।
 মন দুঃখে করে বাস দিবস রজনী ॥
 অবিশ্রান্ত শোকবারি বহিছে নয়নে ।
 কুমদে না হেরে অন্ধ হরেছে দুঃমনে ॥
 অন্য কথা নাহি নদা কুমদমোহন ।
 নগ্ননে কুমদ বলে করেন রোদিন ॥
 দুঃজনের গেল দুঃখ হেরিয়া নন্দনে ।
 কামিনী কিশোরী দোহে আনিল দতনে ॥
 কুলবধু গণে সবে দেয় উলুখনী ।
 পুত্রকিত হলো হেরে জনক জননী ॥
 দীন দীন দ্বিজগণে হরিশ অন্তরে ।
 রজত কাঞ্চন কত বিতরণ করে ॥
 কহেন কিস্কর গণে নৃপের তনয় ।
 তরনী হইতে দ্রব্য আনিতে আশয় ॥
 আদেশে কিস্কর গণে আনিল সুরায় ।
 নৌকাবাহিগণে দিল বহু ধন রায় ॥
 প্রণাম করিয়া সবে চলিল সত্তর ।
 তরনী খুলিয়া সবে হইল অন্তর ॥
 জাতি বন্ধুগণে দীর আনায়ে সকলে ।
 ভোজন করান সবে মহা কুতুহলে ॥
 মিষ্টান্ন সামিগ্র্য কত পায়ের পিঠক ।
 ভোজন করিছে কত ঘটক পাঠক ॥

কি দিন পরে মুখে দিই। রাজা ভার ।
 কান কীৰ্ণ পর্যাটনে এনে ম'হাৎ সার ॥
 জামিনে কখন এজা কুসল । হন
 সুখ সমাধি হকুম ১৫০০ ন ॥
 ম'হাৎ যোগে এজা ১৫০০ ন ১৫০০ ভিতর ।
 নমস্কে প্রজাগণ নমস্কে কর ॥
 বিশেষ বর্ণিতে দেসে বর্ণিতে অপার ।
 নমস্কেপেতে নমস্কেপেতে করিল প্রচার ॥
 জাম বাজার বিখ্যাত ওয়ার মম বাম ।
 কুসল জামিনী কর পূর্ণ নমস্কেপ ॥

জামিনী দীন চুরাচার, অধিক কি কব জামিনী
 নমস্কেপেতে কহি পরিচর ।
 রক্ষা করিতে রক্ষা, ছিল পূর্বে বনবান ।
 জামিনী তখন শিতা মহাশয় ॥
 জামিনী বা কুসল কামিনী, করিলে জামিনী অকালে,
 সে অমরদি এখানে ভবন ।
 জামিনী তখন নাম, জামিনী গুণে গুণমান,
 তিন মুখ ততীর নন্দন ॥
 দুই মম নন্দন, অকালে কালেতে হরে,
 সেই শোকে জামিনী প্রাণ ।
 কি করি নমস্কে জামিনী, ভেদে ন'দি পাং কুসল
 জামিনী হরি কর পরিচর ॥

